



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 23 Issue • 23 January, 2022, Sunday • ৯ মাঘ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ১০ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

We are glad to inform all dealers that, **CROMPTON GREAVES LTD** has appointed us as **AUTHORISED DISTRIBUTOR** for whole Tripura for PUMPS, FAN and APPLIANCES divisions.



**OUR CONTACT**  
**M/s SAYAK ENTERPRISE**  
Santipara, Agartala-1, Tripura

## বামে বিরল সৌজন্যতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি। এক বিরল রাজনৈতিক সৌজন্যতা দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজনৈতিক মতপার্থক্য যা-ই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত স্তরে সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য



সরকারি আবাস থেকে শুক্রবারের তোলা ছবি।

তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে তিনি যে আজও শ্রদ্ধা করেন তা আবার প্রমাণিত করলেন। ২২ জানুয়ারি কমিউনিস্ট নেতা ও রাজ্য বিধানসভার বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের জন্মদিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জন্মদিনে বিরোধী দলনেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর কাছে তার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করেছেন।

রাজনীতিতে এমন সৌজন্যতা বিরল হলেও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সেই বিরলের মধ্যে বিরলতম। শত ব্যক্ততার মাঝেও তিনি মনে রেখেছেন মানিকবাবুর জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে একেবারে সিপিএম সদর

দফতরে গিয়ে মানিকবাবুকে প্রণাম করেছিলেন এবং শপথে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মানিকবাবুও বিপ্লব দেবের শপথ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং দীর্ঘ সময় বসে ছিলেন। অবশ্য বিপ্লববাবুর এমন সৌজন্যতা নতুন কিছু নয়। কদিন আগেই বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ কমিউনিস্ট নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কেশব মজুমদারের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে এসেছেন। এরপর দুই মের পাতায়

তোমরা আমাকে **রক্ত** দাও  
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব  
**হে দেশ নায়ক লহ প্রণাম**

নিশ্চিতের প্রতীক

# সিষ্টার

## INDIA'S LARGEST SELLING HERBAL BODY OIL

**Hahnemann's**  
**jac**  
**OLIVOL**  
AN EFFECTIVE HERBAL  
BODY OIL

**জ্যাক অলিভল** হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুষ্ক হুকে Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদ্রা, মনজিষ্ঠা, নিম ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাকে দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক। সম্পূর্ণ শরীরে হালকা মালিশে শরীরের সকল ব্যথা, গাঁঠির ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা দূর হয়। ছোটখাট পুড়ে যাওয়ায় খুবই কার্যকরী এবং ফোস্কা হতে দেয় না।

**জ্যাক অলিভল** হার্বাল বডি অয়েল প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।

- শীতকালে ♡ স্নানের পরে
- গ্রীষ্মকালে ♡ স্নানের আগে

ময়শ্চারাইজার নয়!  
আমার চাই বডি অয়েল!!  
**‘জ্যাক অলিভল’**



NOW IN  
NEW PACK

Manufactured with  
IMPORTED  
ITALIAN  
OLIVE OIL



**Rashmoy Das**  
(AYURVEDA RATNA)  
Creator of the Brand  
**jac**  
**OLIVOL**  
BODY OIL

সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক



## সোজা স্পোর্টস জনগণ বিভ্রান্ত

রাজ্যের জনগণ বিভ্রান্ত। রাজ্যের আমজনতা নাকি ঠিক বুঝাতে পারছে না যে, আদতে গত ৪৬-৪৭ মাসে রাজ্যে কতজনের সরকারি চাকুরি হয়েছে। ঠিক কতজনের সরকারি সাহায্য মিলেছে। ঠিক কতজন বিভিন্ন সরকারি ভাতার আওতায় এসেছেন। প্রতিদিন আগরতলা শহরে কাজের সন্ধানে গ্রাম-পাহাড়ের মানুষের ভিড় বাড়ছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় হকারের সংখ্যা বাড়ছে। সন্ধ্যার পর তো হকারের ভিড়ে পথ চলা কঠিন। ৪৬-৪৭ মাসে রাজ্যে কতজন শিল্পে সরকারি সাহায্য পেয়েছেন? বরং ৪৬-৪৭ মাসে এক ধাক্কায় ১০৩২৩ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। অনেক বেসরকারি কোম্পানি বোধজননগর থেকে চলে গেছে। রাজ্যের অনেক ইট ভাটা আজ বন্ধ। তাহলে কর্মসংস্থান হলো কোথায় বা হচ্ছে কোথায়? প্রতিদিন শহরে মোটর রিকশা, টেমটম নামছে। শিক্ষিত বেকাররা বাধ্য হয়ে রিকশা চালাচ্ছেন। যাদের টাকার সংস্থান নেই তারাই হয়তো রাতে চুরির পেশায় নামছে। এশহরের মানুষের কাছে এখন বড় আতঙ্ক চুরি। ভিআইপি এলাকা থেকে শুরু করে সীমান্ত এলাকা। বাদ নেই কোন জায়গায়। চোরের দল বিন্দাসভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যে চাষের জমি কমছে। কমছে মাছ চাষের পুকুর। ফলে একটা বড় অংশের মানুষ আজ কাজ হারাচ্ছে। কিন্তু বিকল্প কিছু নেই। নতুন চাষের জমি তৈরি করে দেওয়ার খবর নেই। খবর নেই নতুন নতুন পুকুর তৈরি করে দেওয়ার। ব্যাকুগুলি ঋণ দানে যে সমস্ত শর্ত রাখে তাতে ঋণ পাওয়া মুশকিল। রাজ্যের মানুষ আজ অসহায়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি মন্ত্রী-আমলাদের ভাষণ শুনলে মনে হবে এরাভ্যে বেকার নেই, এরাভ্যে কোন সমস্যা নেই। এরাভ্যের সবাই যেন মহাসুখে আছে। বাস্তব কি তাই? প্রশ্ন জনমনেও।

# বামে বিরল সৌজন্যতা

● **প্রথম পাতার পর**    সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাসের প্রয়াণের খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন তার বাড়ি। সামাজিক মাধ্যমে শোক জ্ঞাপন করেছেন। বিজন ধরের মত প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতার মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সিমানা বিধানসভা কেন্দ্রের অইপিএফটি বিধায়ক তার বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করে অইপিএফটি ছেড়ে তিপ্রা মথায় যোগ দিয়েছেন। যদিও বিধানসভার অধ্যক্ষ এখনো তার বিধায়ক পদ খারিজ করেননি।। সেই ব্যৃকেতু দেবনর্মার জন্মদিনেও তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণর জন্মদিন ৪ ডিসেম্বর  তাকে কোন শুভেচ্ছা জানাননি মুখ্যমন্ত্রী। বিধায়ক আশিস কুমার সাহা এবং বিধায়ক থাকাকালীন সময়ে আশিস কুমার সাহা এবং সংস্কারপন্থী তাদের শুভেচ্ছা জানাননি বিপ্লববাবু। মুখ্যমন্ত্রীর এমন মনোভাব নিয়ে দলেই এবার সমালোচনা শুরু হয়েছে। দলের একাংশ কার্যকর্তা বলছেন, এই মুহূর্তে সুদীপ রায় বর্মণ , আশিস কুমার সাহা এবং সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে ক্ষমতাগীন বিজেপির মতপার্থক্য, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য শুরু হলেও এখনো তারা বিজেপি বিধায়ক এবং দলের কার্যকর্তা। দল এখনও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সুদীপবাবু আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি’র প্রতীকে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন না বলে জানানোর পর দলের সভাপতি মানিক সাহা প্রকাশেই বলেছেন, তিনি এ নিয়ে সুদীপবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন। এতে পরিষ্কার হয়ে যায়, সুদীপবাবু এখনো বিজেপির নেতা এবং বিধায়ক। দলীয় স্তরে  মত পার্থক্য  থাকলেও সুদীপবাবুদের সঙ্গে দলের চোখ দেখাওষি বন্ধ হয়ে যায়নি এখনো। কথা বলার যে সুযোগ রয়েছে তা মানিকবাবুর কথা থেকেই স্পষ্ট। যদিও বিজেপি সম্পর্কে সুদীপবাবুর এই মুহূর্তে কি মনোভাব ধোখা করছে তা পরের বিষয়। কিন্তু দলের বিধায়ক থাকা অবস্থাতেই মুখ্যমন্ত্রী  কিংবা অন্যান্য  মন্ত্রী -নেতারাত্ত সুদীপবাবুদেরকে রাজনৈতিক শিষ্টাচার দেখিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাননি। দলের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন, কমিউনিস্ট নেতা মানিক সরকার যদি শিষ্টাচার’ পর্যায়ে পড়তে পারেন, তাহলে সুদীপবাবুরা নয় কেন ? তারা তো এখনো প্রকাশ্যে দল বিরোধী

### সরকারি অতিথিশালায় অনুপ্রবেশকারী!

● **তিনের পাতার পর**    সংলগ্ন চিকিৎসার পর নাতি জীবন্ত প্রথমে তার বাড়ি আমবাসা থানাধীন ৫ মহিল এলাকায় বলে জানায়। কিন্তু পুলিশি জেরায় তা টেকেনি। সে স্বীকার করে তার বাড়ি বাংলাদেশে। এরপর পুলিশ দু’জনকেই গ্রেফতার করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি অতিথিশালাটি জনজাতি কল্যাণ দফতরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। একটি সরকারি দফতরের অধীনে থাকা অতিথিশালায় একজন রিনদেশি অনুপ্রবেশকারী কিভাবে আশ্রয় পেল সেটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। বিশেষ করে মাত্র

### সংস্থাকে চাপ

● **তিনের পাতার পর**    সন্ত্রাসের বিধায়ক হয়ে গোটা জেলা শাসন করছেন তিনি। মন্ত্রীর চেয়েও বেশি ক্ষমতা ভোগ করছেন তার কাছে নিদ্রিষ্ট কোনও দফতর নেই বটে, কিন্তু দমিস্ক জেলার সমস্ত দফতরগুলোই তার দফতর। এখানে মিড-বেডেরেও তরনজঙ্গলরি। খেলার আসরেও অরত্শবরত্। গ্লিস্কোরি কাভেও তার হুকুম, জেলার জলে-স্থলে-আত্মীয়কেও হুঁশ্কারেরা। তখন ক্যামেরায় ত্মকি অফ ক্যামেরায় কিহতে পারে তা একমাত্র এই সংস্থাপ্তগী এবং শংকরবাবু নিজে জানেন।

### পাঁচ নম্বর!

● **তিনের পাতার পর**    অ্যাডমিট কার্ড প্রদর ভুল ছিল। পরে শিক্ষকদের বলির পাঠা করে  নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কে ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি, কারা বোর্ডের একজের দায়িত্বে আছেন এসব জানাতে। শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা বিপ্লবের চেষ্টার এরকমই।

কোনো বক্তব্য রাখেননি। দলও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাদেরকে অচ্ছূত বলে ঘোষণাও করেনি। ফলে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানালে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলে, কেউ অবাক হয়ে যাবেন, অস্ত্ত প্রকাশে এমন কোন বিষয় নেই। মানিক সরকার’রা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিজেপি সরকারের বিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের বারোটা বাজানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং এটাই বিরোধী দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম। মানিকবাবুর নেতৃত্বে সিপিআইএম ফের যুগে যুগে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএম ফের ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক গুটি সাজানোর শুরু করছে। মানিকবাবুদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফের বামরাজ্য কায়েম। দলীয় সর প্রশ্ন তুলছে, বিপ্লববাবু যদি তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সিপিএমের প্রধান নেন মানিক সরকারের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সুদীপবাবুর অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল, তার সঙ্গে সেই সৌজন্যতা দেখাতে পারছেন না কেন? এটা ঘটনা, যে পরিবর্তিতে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সময়ে সুদীপ রায় বর্মণ নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস যদি বিজেপিতে যোগদান না করতো, তাহলে বিজেপির নিজস্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়ে সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সুদীপবাবুরা তাদের পুরো সাংগঠনিক সজ্জানিয়ে ছিলেন বলেই সমস্ত বাম বিরোধী ভোট এক জায়গায় পড়েছে এবং বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই সুদীপ রায় বর্মণকে তার রাজনৈতিক সৌজন্যতার গন্ডি থেকে বের করে দিয়েছেন অথচ সৌজন্যতা দেখিয়েছেন সিপিআইএম নেতা মানিক সরকারের সঙ্গে। দলের সংস্কারপন্থী নেতৃত্বও তুলছে, তারা এখনও বিজেপি, এখনও তারা অন্য কোন দলের সঙ্গে যুক্ত নন। ফলে দলের মুখ্যমন্ত্রী যদি সিপিএমকে (নেতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা) জানাতে পারেন, সৌজন্যতা দেখাতে পারেন, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে উন্নতরা প্রকাশ করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে দলের বিধায়ক যাদের সঙ্গে তাঁর এবং তাদের সাময়িক মতপার্থক্য রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সেই সৌজন্যতা দেখাতে পারেন না কেন?

### লড়বেন অখিলেশ

● **আটের পাতার পর**    থেকেই চাইছিলেন যাতে তিনি নির্বাচনে লড়েন। তাঁরা জানিয়েছিলেন, সন্মিলিতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর এক মাস পরই এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে অখিলেশ জানান, দল চাইলেই তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন। তার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর একের পর এক মন্তব্যে মোটামুটিভাবে তাঁর নির্বাচনে লড়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর নির্বাচনি দুর্গ গোরক্ষনাথ থেকে প্রার্থী হওয়ার পর অখিলেশ যাদবের উপর নির্বাহনে লড়ার চাপ বেড়েছিল। এবার অখিলেশ এবং আদিত্যনাথ - দু’জনেই নিজ নিজ দুর্গ থেকে নির্বাচনে লড়াই করছেন। অখিলেশ যাদব বর্তমানে আজমগড়ের সাংসদ।

### বিশালগড়ের পুলিশ

● **তিনের পাতার পর**    দেয় এভাবে কোন করে তাকে বিরক্ত করলে মোবারক হোসেনের পিঠের চামড়া তুলে নেবে সে। এরপরই মোবারক হোসেন বিষয়টি বিজেপির গোলাঘাটি মণ্ডলেও জানায়। উল্লেখ্য, মোবারক হোসেন বিজেপির গোলাঘাটি মণ্ডলের সদস্য। বিষয়টি নিয়ে তিনি এসপি’র হারত্ব হবেন বলেও জানা গেছে। তবে এক্ষণে পুলিশ আধিকারিক এরকমভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকপয়সা নিয়ে রাজা সরকারের বদনাম করতে উঠে-পড়ে লেগেছে বলে গোলাঘাটির বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, পুলিশ আধিকারিক হিসেবে ওই ব্যক্তি তার চাকুরি জন্য বেতন পান। এরপর বিপদে পড়ে কোনও মানুষ পুলিশের দ্বারস্থ হলে নানারকম প্রলোভন কিংবা ভয় দেখিয়ে এভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা শুধু অন্যায় নয় শাস্তিযোগ্য অপরাধও। দলীয় তরফে তারা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচারে নেনোন বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ২২ জানুয়ারি ।। মানব কঙ্কাল উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে চম্পকনগরের হরিভক্ত পাড়া এলাকায়। এই এলাকার জঙ্গলেই শনিবার বিকালে উদ্ধার হয়েছে কঙ্কাল। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ এবং ফরেনসিকের টিম। জিরানিয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নরকঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, খুন করে এই মাঝবয়সী কোনও পুরুষকে হরিভক্ত পাড়ার জঙ্গলে ফেলা হয়েছিল। এই জঙ্গল

### বিশ্ব ব্যাঙ্ক

● **আটের পাতার পর**    দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, অন্য ক্ষেত্রগুলিতে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাঁচিয়ে বা নতুন প্রকল্পের পরিচালনায় কড়া/কড়ি করেও সামাজিক প্রকল্পগুলি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সে সময়ই বিশ্ব ব্যাঙ্কের পদক্ষেপ এবং কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকার প্রশংসাও করেছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। আগস্টে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে ঋণ দেওয়ার কথা বিবেচনা করার বার্তা দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। এবার রাজ্যের কাছে সেই চিঠি এল।

### মেয়ের ধর্ষককে

● **আটের পাতার পর**    আদালত চলছে আতঙ্ক ছড়ায়। দিলশাদকে গুলি করার পরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেন ভগবত ও তাঁর ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, ভগবত এবং তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২০২০-র ১২ ফেব্রুয়ারি ভগবতের নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ এবং ধর্ষনের অভিযোগ ওঠে দিলশাদের বিরুদ্ধে। ২০২১-এর ১২ মার্চ হায়দরাবাদ থেকে দিলশাদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় ভগবতের মেয়েকে। তার পরই দিলশাদকে জেলে হেফাজতে পাঠানো হয়। মাস দুয়েক আগেই জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি।

### সম্ভাবনা কমছে

● **নয়ের পাতার পর**    অজ্ঞাত। সদরের পাশাপাশি মহকুমাতেও ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। সেখানেও টিসিএ-র আধিপত্যের থাবা। ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রিকেট। ফ্রেস্‌কটার দের কাটিরায়ারও অসুবিধিত হয়ে পড়েছে। আর রাজ্য ক্রিকেটের সর্বেচ্ছ নিয়ামক সংস্থা বাস্তবায়নমূলক ক্রিকেট নিয়ে। একটা প্রশাসনিক অস্থির তা জিইয়ে রেখে ক্রিকেটকে ধ্বংস করার পথে এক কর্মকর্তাকে দেখা যায় টিসিএ-র কর্মকাণ্ডে সালিহ হয়ে। যদিও আর কাউকে দেখা যায় না। প্রশ্ন, ওই ক্লাব কর্তা কি নিজের প্রভাব খাটিয়ে ক্লাব ক্রিকেট শুবরং ব্যাপারে টিসিএ-কে রাজি করতে পারে না? মনে রাখতে হবে টানা ক্রিকেট বন্ধ থাকলে টিসিএ-র অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

## বিজেপি

● **আটের পাতার পর**    আগেই বলেছেন উৎপলের সঙ্গে তিনি রাজ্য ও শীর্ষ নেতৃত্ব মনোহর পারিকরের পরিবারকে যথেষ্ট সম্মান করে বলেও দাবি করে ছেন। তাই উৎপলের বিরোধীরা ঠিক নয়। অন্যসূত্রের খবর ইতিমধ্যেই আম আদমি পাটির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল উৎপল পারিকরের সঙ্গে যোগাযোগ করাচ্ছে। সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন উৎপল চাইলে আপ-এর প্রার্থী হয়ে ভোটে লড়াই করতে পারেন। মনোহর পারিকরকে তিনি সম্মান করেন বলেও জানিয়েছেন। একই সঙ্গে মনোহর পারিকরের সঙ্গে বিজেপি খারাপ ব্যবহার করেছে- ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।



দিয়ে সাধারণত মানুষের যাতায়াত কম। শনিবার বিকালে থামের কয়েকজন লোক জঙ্গলে লাকড়ি

সংগ্রহে গিয়ে কঙ্কাল দেখতে পান। তারা খবর দেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের। খবর যায় চম্পকনগর

পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশের সন্দেহ কঙ্কালটি এক এসপিও জওয়ানের বাবার। ওই ব্যক্তি হরিভক্ত পাড়ায় ঘুরতে বেড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন। এটা দুই বছর আগের। এর পর থেকে ওই ব্যক্তির কোনও খবর নেই। কঙ্কালটি ওই লোকের হতে পারে। তবে কিভাবে এই মৃত্যু কোনও কিছু বলতে পারছেন না কেউ। অনেকের বক্তব্য, খুন করে জঙ্গলে দেহ রাখা হয়েছিল। নাহলে গভীর জঙ্গলে একজন ব্যক্তি কেনই বা যাবেন? হরিভক্ত

পাড়ারও কোনও নাগরিক বহুদিন ধরে নিখোঁজ নেই। এই কঙ্কাল ঘিরে রাতে জঙ্গলে ভিড় জমে যায়। গভীর রাতে ফরেনসিকের টিম এবং এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ছুটে যান। জানা গেছে, কঙ্কালের আশ পাশে কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি যেটা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যাবে। পুলিশ এলাকাবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। উদ্ধার কঙ্কাল একজন পুলিশের বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মিশনারী স্কুল ছাড়ার সময় হয়েছে এই খবরে সুভাষ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

**নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষাজীবন :**
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এলেন র্যান্ডেনস কলেজিয়েট স্কুলে এখানে ভরতি হবার পর তাঁর মানসিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেল। এই স্কুলে ভারতীয় বাতাবরণ ছিল নিজের হারানো আত্মবিশ্বাস নতুন করে ফিরে পেলেন। প্রাথমিক স্তরে তাঁকে মাতৃভাষা বাংলা শেখানো হয়নি। গোড়ার দিকে বাংলা ছাড়া অন্যান্য করেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ মতবাদ গ্রহণে বাধ্য হয়। ভগৎ দিয়েয়ে ফীসি ও তার জীবন রক্ষায় কংগ্রেস নেতাদের বার্ষিকী স্কুলে সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন চুক্তি বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তাকে কারারুদ্ধ করে তার থেকে নির্বাসিত করা হয়। নিষেধাজ্ঞা ভেঙেনেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতে ফিরে এলে আবার তাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

**নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শৈশবকাল :**
ছোটবেলায় সুভাষ ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিম্পন্ন। সবসময় মা বাবাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেই বিশ্বজিজ্ঞাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল আকাশচুম্বী। পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কটাকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। স্কুলটি ব্রিটিশ খরায় পরিচালিত এইজন্য দেশি স্কুলগুলিতে পাঠরত সঙ্গীদের তুলনায় সুভাষচন্দ্র বেশি ঘেঁষা শিক্ষায় এগিয়ে ছিলেন। এই ধরনের স্কুলে পড়ার সাথে সাথে অভিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য লাভ করানো হয়। সুভাষ হয়ে উঠলেন নিয়মানুবর্তিতার প্রতীক। সঠিক আচার ব্যবহার শিখলেন কাজে পরিচ্ছন্নতা এল তা সন্তোষ সাধেই স্কুলের প্রধান তার ভাল লাগতো না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখানে তাকে একটা কৃত্রিম জগতের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। স্কুলের চার দেওয়ালের বাইরে বিশাল ভারতবর্ষ পড়ে আছে। সেই ভারতের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। তাদের কথা সবচেয়ে আগে চিন্তা করতে হবে। এল ১৯০৯ সাল সুভাষ তখন বারো বছরের এক বালক। ইউরোপীয়ান

# দ্য লাস্ট আর্টিফিশিয়াল লাইট সোর্স

● **আটের পাতার পর**    হস্তক্ষেপ ছাড়া সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ কক্ষপথে চলমান থাকা কৃত্রিম উপগ্রহও একই পরিণতি বরণ করবে। মঙ্গলের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেশ কিছু রোবার। এসব রোবার সৌরশক্তি বা তেজস্ক্রিয় উৎস ব্যবহার করে সচল থাকে। কিউরিওসিটি রোভারের কথাই ভাবুন। এটি পাঠানো হয়েছিল ২০১১ সালে। পাওয়ার সোর্স হিসেবে এতে প্লুটোনিয়ামের তেজস্ক্রিয় যৌগ থেকে উৎপন্ন তাপশক্তিকে ব্যবহার করা হয়। এই উৎস ব্যবহার করে এটি প্রায় এক শতাব্দী চল থাকতে পারে। যদি না অন্যান্য অংশ আগেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে যায়। স্পেস ক্রাফটগুলো মানুষবহীন মহাবিশ্বের শেষ আলোক বর্তিকা হবার দৌড়ে বেশ শক্ত প্রার্থী। কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য জায়গায়। এরাও লাস্ট সোর্স অফ আর্টিফিশিয়াল হতে পারে না। কারণ এদের মধ্যে লাইট থাকলেও সেগুলো জ্বালানোর কোন কারণ নেই। রোভারগুলো আলো ব্যবহার করে নমুনা সংগ্রহের সময়ে এবং সেগুলোর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। আর মানুষের কাছে থেকে সুনির্দিষ্ট বার্তা পাওয়ার পরই নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। তাই এক শতাব্দী পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকার সমর্থ্য থাকার পরও মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলে নিজে থেকে আলো জ্বালানোর কোনো কারণ নেই। এগুলো, নিভৃততাই এক অপেক্ষা করবে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য। ৬. কৃত্রিম আলোর বিশ্বয়কর উৎস হলো চেরেনকভ রেডিয়েশন। যখন কোন স্বচ্ছ মাধ্যমে আলোর চেয়ে বেশি বেগে কোনো চার্জিত কণা (যেমন, ইলেকট্রন) চলমান থাকে, তখন এক ধরনের বিকিরণ (ফোটন) উৎপন্ন হয়। সেটিই চেরেনকভ রেডিয়েশন। কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ নিয়ে চলতে পারে না। তাহলে ইলেকট্রন কীভাবে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলবে? আসলে কোনো কিছুর বেগ আলোর চেয়ে বেশি হয় না। এ সিদ্ধান্তটি একটি শর্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর সেটি হলো, চলাকার পালের মাধ্যমটি হতে হবে শূন্য মাধ্যম। অর্থাৎ, শূন্য মাধ্যমে কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারবে না। কিন্তু অন্য কোনো মাধ্যমে (যেমন, পানি) আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা কণার অস্তিত্ব থাকতে পারে। ফোটন (আলো) যখন শূন্য মাধ্যম থেকে কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন প্রতিসরণের কারণে এর গতিবেগ কমে যায়। জলতে ফোটন প্রতি সেকেন্ডে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার কিলোমিটার বেগে চলে। অত্যাধিক, শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে তিন লাখ কিলোমিটার। বোটা পাটিকটের ইলেকট্রন শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের খুব কাছাকাছি বেগ নিয়ে চলে। অর্থাৎ, শূন্য মাধ্যমে একই স্থান থেকে যাত্রা শুরু করলে ফোটন সামান্য এগিয়ে থাকবে ইলেকট্রনের তুলনায়। কিন্তু যদি বোটা ইলেকট্রন আর ফোটন একই সঙ্গে জলের ভেতর দিয়ে চলে, তাহলে ফোটনের গতিবেগ কমে যাবে। কিন্তু ইলেকট্রনের গতিবেগ একই থাকে। অর্থাৎ, ইলেকট্রনটি জলতে আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলা শুরু করবে। আর তখনই উৎপন্ন হবে চেরেনকভ রেডিয়েশন। তবে কখনোই তা আলোর সর্বোচ্চ বেগ সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটারের ইলেকট্রনগুলোকে। এভাবে প্রভাবিত হওয়া অণু পরমাণুগুলো আবার ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসে ফোটন নিঃসরণের মাধ্যমে। এটিই চেরেনকভ রেডিয়েশন। সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে সুপারসনিক প্লেনের সনিক বুয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সুপারসনিক প্লেনগুলো প্লেনের মতোই শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন করে। কিন্তু যখন এরা সুপারসনিক গতিতে চলতে শুরু করে তখন আমাদের মাথার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যাবার পর আমরা বেশ জোরে একটি শব্দ শুনতে পাই। যার নাম সনিক বুম। চেরেনকভ রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন হল সুপারসনিক প্লেনের মতো এবং উৎপন্ন বিকিরণকে তুলনা করা যায় সনিক বুয়েকে সনে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রিঅাক্টরের কোর এবং স্পেস্ট ফুয়েল পুরের জলে নীল রঙের আলো দেখা যায় চেরেনকভ রেডিয়েশনের কারণে। তার আশ্চর্যের ফুয়েল রঙগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন বোটা ইলেকট্রনগুলো বের হতে না পারে। রিভি রড থেকে উৎপন্ন হওয়া গামা রশ্মিগুলোকে আটকানোর সামর্থ্য নেই ফুয়েল রঙের দেয়ায়। এই গামা রশ্মিগুলো ইফেক্টের মাধ্যমে কোর এবং স্পেস্ট ফুয়েল পূলে উৎপন্ন করে ইলেকট্রন। এগুলোই পরে চেরেনকভ রেডিয়েশন তৈরি করে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্যও থাকে এদের অস্তিত্ব। যেমন, সিজিয়াম-১৩৭ গলিয়ে কীচের সাথে মিশ্রিত করে ঠাণ্ডা করে সলিড করে রূপান্তর করা হয়। তারপর বিশেষভাবে তৈরি কন্টইনারের মধ্যে স্থাপন করা হয় যেন সহজেই এবং নিরাপদে পরিবহণ করা যায়। অন্ধকারে এই ব্লকগুলোও নীল রঙের চেরেনকভ রেডিয়েশন বিকিরণ করে। সিজিয়াম-১৩৭ এর অর্ধায়ু ত্রিশ বছর। এর মানে হল যে, মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেলও প্রায় দুই শতাব্দী পরেও এই বিকিরণ অব্যাহত থাকবে। অবশ্য তীব্রতা অনেকাংশেই কমে যাবে। মানুষ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও সম্ভবত কয়েক শতাব্দী পরেও কংক্রিট ভল্টের ভেতরে অত্যন্ত বিপদজনক পারমাণবিক বর্জ্য থেকে আসা চেরেনকভ রেডিয়েশনই হবে লাস্ট সোর্স অফ আর্টিফিশিয়াল লাইট।



## শ্রদ্ধাঞ্জলি



নেতাজী সুভাষ বসু ছিলেন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী জনগণের প্রাণসত্তা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-এর জীবন ছিলো তাগে গুপ্ত, গৌরিক দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের ‘জনগণ মন অধিনায়ক’। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতবর্ষের সমগ্র মুক্তিপাগল জনগণের জাতিত আত্মার সোচার কণ্ঠ। শুধু ভারত নয় , সমস্ত পৃথিবীর সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । ●এরপর দুইয়ের পাঠায়

## কলকাতা-আগরতলা ফ্লাইট তুলে নিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ২৫ জানুয়ারি থেকে এয়ার ইন্ডিয়া কলকাতা ও আগরতলা’র মধ্যে

আসে, কলকাতায় ফিরে যাবার সময়ে সেটি এআই৭৪৪ হয়ে যায়। কলকাতা থেকে ছাড়ে নয়টা পঞ্চম মিনিটে, আগরতলা থেকে ফিরে

৭৪৩/এআই৭৪৪ কলকাতা-আগরতলা-কলকাতা ফ্লাইটটি ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চালানো হবে না। বছর দুই আগে আগরতলার এয়ারপোর্ট থেকে একটি সংস্থা পরিসেবা চালু করেও কিছুদিনের মধ্যেই তা গুটিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝেই ফ্লাইটও তুলে নেওয়া হয় এই বিমানবন্দর থেকে। এয়ার ইন্ডিয়া’র আচমকা এই সিদ্ধান্তে আগে থেকে টিকিট কেটে রাখা মানুষজন অসুবিধায় পড়বেন নিশ্চিত। যাদের যেতেই হবে, তাদের বেশি টাকা দিয়ে এখন টিকিট কিনতে হবে। আর যারা কলকাতা থেকে নিজের রাজ্যে ফিরবেন তাদের সমস্যা হবে সবচেয়ে বেশি। খবর লেখার সময় ২৫ জানুয়ারির কলকাতা থেকে আগরতলা আসার টিকিটের দাম দেখাচ্ছে প্রায় চার হাজার টাকা করে।

An Initiative by Joyjit Saha

# Big Books

NURSERY | CBSE | TISE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

## পারুল প্রকাশনী

9774414298

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI/NCR

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

বিজ্ঞাপন বিভাগ না-হয়ে ‘পারুল’ নামের পাশে ‘হকপদী’ দেখে পারুল প্রকাশনী-রই কিনুন

একটি ফ্লাইট বাতিল করেছে, ফেব্রুয়ারি মাসের পুরোটাই এআই ৭৪৩ ফ্লাইট চালাবেন না বিমান সংস্থাটি। এআই ৭৪৩ নম্বরের ফ্লাইট কলকাতা থেকে আগরতলায়

যায় এগারোটা পঁচিশে। এয়ার ইন্ডিয়ার স্টেশন ম্যানেজার সূজয় ঘোষ চিঠি দিয়ে কর্মচারী ও এয়ারপোর্টকে জানিয়েছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এআই

## প্রতি বছর বাড়ছে যক্ষ্মা রোগীদের সংখ্যা দফতরের ওয়েবসাইটেও চরম উদাসীনতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।।রাজ্যের পূর্ণরাজ্য দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উদার বক্তৃতায়, ২০৪৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য কোন পথে এগোবে, সেই নিয়ে বক্তৃতা রেখেছেন। একদিকে রাজ্যবাসীর মধ্যে আগামীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার হাতছানি, অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে লাগামহীন অমনযোগী নোটাভাব। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ওয়েবসাইটে যক্ষ্মা রোগ নিয়ে সর্বশেষ যে তথ্য দেওয়া আছে, তা ২০১৩-১৪ অর্থ সাal পর্যন্ত। গত ৫ বছরে হু হু করে যক্ষ্মা রোগীদের সংখ্যা রাজ্য বেড়েই চলেছে। ২০১৬ সালে রাজ্যে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন ২০১১ জন। ২০১৭ সালে এই রোগে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২০৪৪-এ। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে সারা রাজ্যে নতুন করে ২৬৪৪ জন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তার পরের বছর ২০১৯ সালে রাজ্যে যক্ষ্মা রোগে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩০২৭ জন। তার পরের বছর ২০৭০ জন। ২০২১ সালে রাজ্যব্যাপী যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫৩৭ জন। এই প্রত্যেকটি তথ্য স্পষ্টত বলে দেয় যে, রাজ্যে যক্ষ্মা রোগীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব জীতেন্দ্র

কুমার সিনহার ছবি সম্বলিত স্বাস্থ্য দফতরের যে প্রধান ওয়েবসাইট তাতে যক্ষ্মা রোগ সংক্রান্ত সর্বশেষ যে তথ্য দেওয়া আছে, সেটি ২০১৩-১৪ সালের। রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবার কিউলসিস



# HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

Government of Tripura, India







Screen Reader Access

Home

About Us

Organization

Directorates

Programmes

Government Orders

Health Facilities

Contacts

Home

About Us

Organization

Directorates

Programmes

Government Orders

Health Facilities

Contacts

Source : Revised National TB Control Programme (RNTCP)



Dr. H. S. Choudhary, Govt. of Tripura

Minister, Health and Family Welfare

Revised National TB Control Programme (RNTCP)

This is an externally audited project launched in 2004

Objectives:

- Detection of maximum no. of new sputum positive cases
- No. of deaths at least 80% less

Strategy:

DOTS (Directly observed treatment, short course) : Once a patient is diagnosed for TB treatment is given in a health facility nearest to his house under direct supervision of health worker/caretaker.

Indicators

| Achievement  | Target     | 2013-14 Achievement |
|--|------------|---------------------|
| Sputum Exam (L) / Year   | 60000/year | 56018/year          |
| New Smea Positive (NSP) case detection rate                                  | 70%        | 74%                 |
| Total Case Detection Rate  | 140%/year  | 68%/year            |
| New Smea Positive (NSP) Sputum Conversion Rate                               | 90%        | 91%                 |
| New Smea Positive (NSP) success (Lost cured + completion treatment patients) | 85%        | 87%                 |

Activities

Achievement in 2013-14

DOTS (Directly observed therapy, short course) for tuberculosis was inaugurated on 10th August 2012. OGS (organized at 4 districts for 2nd day) (organized at 10 districts for 2nd day) (



# সংক্রমণ গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। সর্বত্র করোনা সংক্রমণের বাড়িবাড়ন্তের মধ্যেই, সমগ্রোপযোগী সঠিক ব্যবস্থাপনায় করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে রাজ্যে। বিভিন্ন স্থানে যখন লাগামহীন বাড়ছে করোনা সংক্রমণের হার, ঠিক তখনই ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্যভাবে, করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী। গত কয়েকদিনের করোনা সংক্রমণের তথ্য থেকে তা স্পষ্ট। গত ১৭ জানুয়ারি রাজ্যব্যাপী করোনা সংক্রমণের হার ছিল ১৪.৮৬ শতাংশ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই সংক্রমণের হার ছিল ১৮.৫৫ শতাংশ। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানেই, ২১ জানুয়ারির করোনা রিপোর্ট অনুসারে রাজ্যব্যাপী করোনা সংক্রমণের হার প্রায় ৩.৫ শতাংশে কমে দাঁড়িয়েছে ১১.১৬ শতাংশ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সংক্রমণের হার প্রায় ৭.৫ শতাংশে কমে দাঁড়িয়েছে ১১.২৬ শতাংশ। একদিকে যেমন নেমে আসছে সংক্রমিত সংখ্যা অন্যদিকে বাড়ানো হয়েছে করোনা পরীক্ষার হার। করোনা পরীক্ষা সংক্রান্ত সহজাত প্রবৃত্তি হলো, পরীক্ষার বা টেস্টিং এর সংখ্যা যতটা বাড়তে, ততই পজিটিভিটি রোগে বাড়তে থাকে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে করোনা পরীক্ষা বা টেস্টে এই সংখ্যা বাবাংলোও, উল্টো কমেছে পজিটিভিটি রেট। রাজ্য সরকারের সমগ্রোপযোগী ব্যবস্থাপনার ফলে ত্রিপুরাতে

## একদিনে নিষ্পত্তি ৭৭৯৮ মামলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। মহা-লোক আদালতে একদিনে নিষ্পত্তি হলো ৭ হাজার ৭৯৮টি মামলার। এর মধ্যে অধিকাংশই ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত মামলা। শনিবার সরকারি ছুটির দিনে রাজ্যের সবক’টি জেলা এবং মহকুমা আদালতে মহা-লোক আদালত বসে। করোনা অভিযারির মধ্যে গত তিন বছরে এই প্রথম মহা লোক আদালতের আয়োজন করে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকার এই লোক আদালতের জন্যই ট্রাফিক চালান মামলাগুলিতে ন্যূনতম জরিমানা ৫০ শতাংশ ছাড় ঘোষণা দিয়েছিল। এই সুযোগ নিতে অনেকেই এদিন লোক আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। রাজ্য জুড়ে ৬৬টি লোক আদালতের বেষ্প বসে। মামলা তোলা হয় ১৯ হাজার ৪০৫টি। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৬৪ টাকা আদায় হয়েছে। এর মধ্যে ট্রাফিক চালান মামলাগুলিতে ২০ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৩০ টাকা জরিমানা জমা পড়ে আদালতে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানিয়েছে, করোনা অভিযারির মধ্যে সব ধরনের সরকারি নির্দেশিকা মেনেই মহা লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে। এই লোক আদালতে ট্রাফিক চালান, যান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ মামলা-সহ ব্যাঙ্ক এবং বিএসএনএল তাদের মামলাগুলি নিয়ে অংশ নিয়েছে। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কগুলির জমে থাকা অনাদায়ী এক কোটি টাকার উপর ঋণ জমা পড়েছে। এই ধরনের লোক আদালত আগামীদিনগুলিতেও করার স্বেচ্ছা কর্তা হবেন।

## প্রজাতন্ত্র দিবসে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ জানুয়ারি।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও পালিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবস। উত্তর জেলার মূল অনুষ্ঠান হবে ধর্মনগর বিবিআই ময়দানে। জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানটি যাতে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই নিরিখে পুলিশ প্রশাসন প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় চলছে তল্লাশি অভিযান। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘাতে না ঘটে সেদিকে নজর রাখছে পুলিশ, প্রশাসন এবং বিএসএফ জওয়ানরা। শনিবার ধর্মনগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা রোড মার্চ করছেন। নেতৃত্বে ছিলেন পানিসাগর সেক্টর হেড কোয়ার্টারের ডিআইজি রাজীব দোয়া। এছাড়াও এদিন ধর্মনগর রেলস্টেশনে পুলিশ, জিআরপি এবং আরপিএফ কর্মীরা তল্লাশি চালান। স্টেশনে আসা সবক’টি ট্রেনে তল্লাশি চালানো হয়।

এখানে পর্যন্ত ওমিক্রন ভারিয়েট সংক্রমণের খবর নেই। কোভিডের প্রথম এবং দ্বিতীয় টিকাকরণের সাফল্যের স্থাপনৈই আশু সম্ভ্রুতিতে ভোগেনি ত্রিপুরা সরকার। গোটা দেশের সামনে আরও এক নজির স্থাপন করে, টিকাকরণের আওতায় না আসা ১৮ বছরের নিচে ছেলেমেয়েদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব অসুস্থ কৈশোর প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন রোগ প্রাদুর্ভাব থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে উজ্জ্বলযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রকল্পের প্রতিহত করা বা সংক্রমিত ব্যক্তিদের এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে দৈহিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অল্পসময়ের মধ্যেই রাজ্য সরকার মিশন মুডে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বয়সসীমার প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েদের এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রান্তিক এই রাজ্যের পদক্ষেপ অনুসরণ করেছে বিভিন্ন রাজ্যগুলিও। স্বাস্থ্যকর্মীরা যেভাবে পাহাড়, নদী, নাল্লা অতিক্রম করে এমনকি ফসলের জমিতে পর্যন্ত গিয়ে মানুষকে টিকাকরণের আওতায় নিয়ে এসেছে তা গোটা ভারতে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সম্প্রতি ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যবর্তী ছেলেমেয়েদের টিকাকরণের অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে ত্রিপুরায়। ১৯ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত মিশন মুডে রাজ্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগে, এই বয়সের ছেলেমেয়েদের বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচির ফলে অধিকাংশ স্কুল নির্দিষ্ট বয়সের

## বিপজ্জনক অবস্থায় ট্রান্সফর্মার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ জানুয়ারি।। বিদ্যুৎ দফতরের খামখেয়ালী পনায় দুর্ভোগের শিকার এলাকাবাসী। যেখানে সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। ঘটনা খোয়াই মহকুমার মধ্যগনকি গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁতি পাড়ায়। এলাকার বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারটি একপ্রকার বিপদজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎ পরিবাহীর তারগুলো এলোমেলো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। প্রতিদিন ট্রান্সফর্মারের আশপাশ দিয়ে বহু মানুষের আনাগোণায় যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এর দায় কোনোটাবেই এড়াতে পারে না দফতরের আধিকারিকরা বলে অভিমত এলাকাবাসীদের। এই বিষয় নিয়ে এলাকাবাসী দফতরের কাছে অভিযোগ জানালেও টনক নড়েনি আধিকারিকের। ফলে একপ্রকার ক্ষোভ দেখা দেয় এলাকাবাসীর মধ্যে। বিদ্যুৎ দফতরের দায়িত্বহীন মনোভাব যে শুধু মধ্যগনকিতেই সীমাবদ্ধ তা নয় গোটা খোয়াই মহকুমা জুড়ে একই অবস্থা। এক পসলা বৃষ্টিতে



ইচ্ছাকৃত ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বলে অভিযোগ। ফলে বহুরা জনতার কেলানিও খেয়েছেন কর্মীরা বলে অভিমত এলাকাবাসীরা। এখন দেখার সংবাদ প্রকাশিত হবার পর দফতরের আধিকারিকদের টনক নড়ে কিনা।

# জল সেচের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২২ জানুয়ারি।। সেচের জলের অভাবে ঝুঁকছে শতশত কৃষক। বিগত কয়েক বছর ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন কৃষকরা। অথচ দুটি এলআই প্রজেক্ট থাকার পরও জল হাতে থাকায় সংশ্লিষ্ট দফতর সংস্কারের কাজে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছে না বলে অভিযোগ। জানা যায়, ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোহনভোগ আরডি ব্লক সংলগ্ন গোমতী নদীর পাশে দুটি এলআই প্রজেক্ট রয়েছে। গত সাড়ে তিন বছর ধরে পাম হাউসগুলি জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনো হেতুবেল নেই। কিন্তু স্থানীয় কৃষকরা বহুবার মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিভিন্ন ক’কে বলাগর পরও



অদ্যাবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তার ফলে বর্গা কৃষক প্রান্তিক কৃষক-সহ অনান্য চাষিদের চলতি মরসুমেও ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। যদি সেচের জলে উত্তোলন করে সম্প্রচার করা যেত তাহলে শত শত কানি কৃষক জমিতে ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো। কৃষকদের দাবি যত দ্রুত সম্ভব এলআই প্রজেক্টগুলি সংস্কার করে যেন কৃষি জমিতে দ্রব্য সম্প্রচার করে দেয়া হয়। এদিকে দফতরের এখনো মনোভাবের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে চাষিরা। বর্তমানে ভীষন সমস্যায় রয়েছে কৃষকরা তারা চাইছে সংশ্লিষ্ট দফতর যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে এ প্রজেক্টগুলি দ্রুত সংস্কার করে দেওয়া হোক।

## রাতে ইমার্জেন্সিতে নেই চিকিৎসক!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ জানুয়ারি।। আবারও বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার রাতে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে গিয়ে দেখা যায় কোন চিকিৎসক সেখানে নেই। অন্যান্য দিনেও মাত্র একজন চিকিৎসককে দিয়ে রাতে মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ। অনেক সময় এক সাথে কয়েকজন রোগী হাসপাতালে আসেন। ওই সময় রোগীদের পরিষেবা দিতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে যান চিকিৎসক। কখনও কখনও ইমার্জেন্সি বিভাগে চিকিৎসক না থাকার ফলে রোগীর পরিজনরা হইচই শুরু করে দেন। এ নিয়ে কয়েক কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে গেছে। রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে যে চিকিৎসক দায়িত্বে থাকেন তাকেই দ্বিতলের রোগীদেরও পরিষেবা দিতে হয়। তাই বিভিন্ন সময় রোগীর পরিজনদের ডাকে কিংবা নার্সের ডাকে চিকিৎসককে ইমার্জেন্সি বিভাগে দ্বিতলে ছুটে যেতে হয়। এতে করে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েন চিকিৎসক-সহ অন্যান্যরা। তাই দাবি উঠছে রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে যাতে একাধিক চিকিৎসক রাখা হয়। তা না হলে রাতের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি এড়ানো সম্ভব হবে না। এখন যারাই রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে পরিষেবা নিতে আসেন তাদেরকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। কারণ চিকিৎসক যদি দ্বিতলে থাকেন, তাহলে তাকে পুনরায় ডেকে নিচে নিয়ে আসতে হয়। এতে করে অনেকটা সময় চলে যায়। সংকটাপন্ন রোগীর পরিজনরা এই অপেক্ষা সহ্য করতে পারেন না বলেই বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। শুক্রবার রাতে একজন গর্ভবতী মহিলাকে দেখার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসককে দ্বিতলে ছুটে যেতে হয়। অথচ ওই সময় ইমার্জেন্সির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আরও কয়েকজন রোগী। চিকিৎসককে পুনরায় নিচে নামতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এ নিয়ে রোগীর পরিজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।

## গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর/ফটিকরায়, ২২ জানুয়ারি।। পুলিশের সক্রিয়তা সত্ত্বেও রাজ্যে নেশার কারবার যেমন বন্ধ হচ্ছে না, ঠিক তেমনি আনাচেকানাচে গড়ে উঠেছে গাঁজা বাগান। প্রতিদিন পুলিশ একের পর এক বাগান ধ্বংস করছে। তারপরও বাকিছু ধ্বংস হচ্ছে না। শনিবার ফের কল্যাণপুর থানার পুলিশ, টিএসআর বাহিনীকে সাথে নিয়ে লক্ষ্মণগঞ্জে পাড়ায় এবং হনখলায় গাঁজা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করে। ১০০০’র বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। যার বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশের ধারণা। একইভাবে পের্চারথল থানার পুলিশ এবং বনকমীরা মাছমারা, করইছড়া এবং যামিনী পাড়ায় প্রচুর গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। টানা ৩ ঘটনা ধরে দুটি প্লটে ২০০০’রও বেশি গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। দুটি ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

# পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহ প্রাক্তন অধ্যক্ষের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশের উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিজেপি বিধায়ক রেবতী মোহন দাস। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে টানা দ্বিতীয়দিন নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে পুলিশের বিরুদ্ধেই গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন শাসকদলের এই বিধায়ক। তিনি পুলিশের কাজে উপরই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সাংবাদিকদের কাছে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, পুলিশ থাকা কিংবা না থাকা সমান কথা। তিনি নেশা বিলোপী অভিযানে নেমে পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ঈর্শান্বিতও দিয়েছেন। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে নিজেই এক নেশা দ্রব্য ব্যবসায়ীকে আটক করে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছে। শনিবার প্রতাপগড় এলাকায় বিধায়ক রেবতী মোহন দাস দলীয় কর্মীদের নিয়ে নেশা বিরোধী

# ভিডিও কনফারেন্সে খোঁজখবর



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সে দেশের অ্যাসপি রেশনাল জেলাগুলির জেলাশাসকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অ্যাসপি রেশনাল জেলার জেলাশাসকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যাসপি রেশনাল জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে এই ভিডিও কনফারেন্সে অংশ

নেন। তাহাড়াও ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ, অ্যাসপি রেশনাল জেলার জেলাশাসকগণ সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, মুখ্যসচিব, নীতি আয়োগের সিইও সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অ্যাসপি রেশনাল জেলার জেলাশাসকদের বলেন, প্রশাসনও জনগণের মধ্যে দৃঢ় সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে কাজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে মিশনমুডে সরকারের গৃহিত সমস্ত

পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই পরিকল্পনাগুলির সঠিক প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। এতে সাধারণ মানুষও উপকৃত হবেন। প্রধানমন্ত্রী মানুষের সাথে জেলাশাসকদের ও প্রশাসনের আধিকারিকদেরকে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অ্যাসপি রেশনাল জেলাগুলির উন্নয়ন কর্মসূচির নিয়মিত পর্যালোচনার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব জে কে সিনহা।

# ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদানের মত মহৎ কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। শনিবার আগরতলা মর্ডান ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন তিনি। সাথে ছিলেন পুর নিগামের মেয়র দীপক মজুমদার। ভাষণ রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, কোন মানুষ রক্তদানের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাজ এবং সমাজিক দায়িত্ব যেমন পালন করছেন, ঠিক তেমনি তিনি নিজেরও উপকার করছেন। বিভিন্ন সময় দেখা যায়

দানকৃত রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্ক নিয়ে গেলে দাতার শারীরিক সমস্যার বিষয়টি ধরা পড়ে। তখনই রায়ড ব্যাঙ্ক থেকে রক্তদাতাকে সমস্যা সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি যদি রক্ত না দিতেন তাহলে সেই সমস্যার কথা তারও অজানা থাকতো। তাই রক্তদান করার মধ্য দিয়ে রক্তদাতারা নিজেদেরও সাহায্য করছেন। মন্ত্রী বলেন, চাহিদার তুলনায় রক্তের জোগান কম। তাই ক্লাবগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। তিনি মর্ডান ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও বলেন, আগামী ৩ মাস পর আবার যেন শিবির করা হয়। কারণ, একজন

সুস্থ মানুষ ৩ মাস পর পুনরায় রক্ত দিতে পারেন। এদিন এলাকার অনেক মানুষ রক্তদান করেছেন। তারের সকলকে উৎসাহিত করেছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, মর্ডান ক্লাব কর্তৃপক্ষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিনের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য অভিযাত্রীও ভাষণ রাখতে গিয়ে রক্তদানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি মর্ডান ক্লাব কর্তৃপক্ষের আয়োজনের প্রশংসা করেন। এলাকাবাসীর মধ্যেও এদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

## অফারের নামে প্রতারণার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ জানুয়ারি।। উদয়পুর একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন ক্রেতারা। শহরের ওই শপিং মলে কেনাকাটায় ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল। শনিবার রাতে প্রচুর সংখ্যক ক্রেতা ওই শপিং মলে ভীড় জমান। তারা কেনাকাটার পর জমাতে পারেন ৭৫ শতাংশ ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেক কেনাকাটায়। এ নিয়ে শপিং মলের কর্মীদের সাথে ক্রেতাদের বাগবিতণ্ডা হয়। অফারকে কেন্দ্র করে শপিং মলে মানুষের ভীড় বেশি ছিল বলে অভিযোগ। এখন যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে, সেই জায়গায় শপিং মলের ভীড় প্রশাসনিক নির্দেশকে অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন ক্রেতারা অভিযোগ করেন, শপিং মল কর্তৃপক্ষ ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার প্রচার করে ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়েছে। অর্থাৎ তারা ক্রেতাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। তবে গোটা বিষয় নিয়ে শপিং মল কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমের সাথে কিছুই বলেননি।

## নতুন আক্রান্ত ৯৫৪, মৃত্যু ৪

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। করোনার মৃত্যু মিছিল কিছুতেই থামছে না। নতুন করে আরও চারজন সংক্রমিত মারা গেছেন। সোয়াব পরীক্ষা না বাড়লেও শনিবার আরও ৯৫৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হওয়ার খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। সংক্রমিত ব্যাপকভাবে বাড়লেও বাজারগুলিতে ভিড় কমছে না। স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শনিবার ২৪ ঘণ্টায় ৮ হাজার ৫৪৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৭৮২ জনের আরটিপিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। এদের মধ্যে ১০২জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। অ্যাস্টিজেন টেস্টে ৮৫২জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৫৩০জন। শনিবার পশ্চিম জেলায় নতুন করে ৩৬৯ পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এছাড়া দক্ষিণে ১৪০, উত্তর জেলায় ১১৬, উনকোটি জেলায় ১০৫, ধলাই জেলায় ৯৪, সিপাহিজলা জেলায় ৩৯, খোয়াই জেলায় ২৭ এবং গোমতী জেলায় ৬৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ১৯৬জনে। এখন পর্যন্ত সংক্রমিত হয়ে ৮৮১জন মারা গেছেন। রাজ্যে শনাক্ত হওয়া করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষের কাছাকাছি চলে গেছে। এদিন সকাল পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৯৭ হাজার ৩৭৬ জনে। অন্যদিকে, দেশে আবারও ২৪ ঘণ্টায় ৩ লক্ষের উপর পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। নতুন করে ৪৮৮জন সংক্রমিত মারা গেছেন। যদিও আগের দিনের তুলনায় এদিন সংক্রমিত কিছুটা কম ছিল। তবে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৫০জনে। দেশে এই মুহূর্তে শনাক্ত হওয়া পজিটিভ রোগী রয়েছে ১১ হাজার ১৩ হাজার। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত রয়েছে মহারাষ্ট্রে। দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যায় অনেক উপরল তালিকায় রয়েছে কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু এবং গুজরাট। দেশ জুড়ে প্রবীণদের বুস্টার ডোজ এবং কিশোরদের টিকাকরণ চালার মধ্যেই পজিটিভ রোগীও বেড়ে চলেছে।

## ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর কৃষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। গরু তাড়াতে গিয়ে রেলের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক প্রবীণ। এই ঘটনা মনুঘাট এলাকায়। গুরুতর অবস্থায় রক্তাক্ত আরম সরকার (৬০) ক’কে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তার অবস্থা সংকটজনক। জানা গেছে, মনুঘাট এলাকায় রেললাইনের পাশেই কৃষি জমি রয়েছে অমরের। তিনি রেল লাইনের পাশে গরু তাড়াতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ছিটক গিয়ে পড়েন রাস্তার পাশে। সংকট অবস্থায় তাকে প্রথমে মনুঘাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমাবাসার কুলাই হাসপাতালে। কিন্তু কুলাইয়ে তাকে রাখা হয়নি। চিকিৎসকরা কুলাই থেকে পাঠিয়ে দেন জিবিপি হাসপাতালে। জিবিতেই এখন গুরুতর জখম অবস্থায় অমরের চিকিৎসা চলাছে।

<sup>[1]</sup> প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। করোনার মৃত্যু মিছিল কিছুতেই থামছে না

<sup>[2]</sup> প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। করোনার মৃত্যু মিছিল কিছুতেই থামছে না







# বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চ নতুন সংগঠনের আজ সূচনা

**প্রতিবাদী কনন প্রতিনিধি,**  
আগারতলা, ২২ জানুয়ারী। বিশ্ব  
বাংলায় জনগণের মনো হসার  
নতুন একটি অরাজনৈতিক  
সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হতে  
চলেছে। ২২ জানুয়ারী নেতাজি  
সুবাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবস।  
আগারতলা প্রেস ক্লাবে বেলা সাড়ে  
বায়েরাটা আনুষ্ঠানিকভাবে এই  
নতুন সংগঠনের ঘোষণা করবেন  
অখিলাতা নিমল রুদ্রণাথ। মনুত  
বর্তমান প্রেক্ষিতে ৭ দফা দাবিকে  
সামনে রেখে এই জনগণের  
জনেতার মতামতকে নিয়ে বিভিন্ন  
ইচ্ছাতে মাদানুমুখী থাকবে। ভারত  
মায়ের বীর সন্তান নেতাজি সুভাষ  
চন্দ্র বসুকে ভারতবর্ষে উপাধি  
দেওয়া, ১৯৮০ এবং ২০০০'র  
সময়ে বা কল্যাণপুরের ১২

উৎসেবার গণহত্যার ঘটনায় সন্তুষ্ট তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎসুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আক্রমণের কারণে যারাও ডিমেটোটি ছাড়া তাদেরকে উদ্বাস্তু হিসেবে পূর্ববাসিন্দে দেওয়া ও ভূমিরায়ণ ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় সরকারের চাকরির পরীক্ষা বাংলা ভাষা করা, বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন করা, আগরতলা রেলগোয়ার স্টেশনে বাংলা ভাষা বোম্বোয়ার ব্যবস্থা করা, উত্তর-পূর্বে বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষায় ত্রিপুরা এবং অনঙ্গরায় বঙ্গ বাক্যকারী এবং উত্তর-পূর্বে বঙ্গ রাজ্য করা ইত্যাদি শর্তে প্রারোদিত। নির্মল রত্নপালরা ময়দানে থাকছেন। বিভিন্ন সময় বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষা করার বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন প্রচার

করছে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে যেসব বিষয়গুলো প্রায় পাথরচাপা সেগুলোকে নিয়ে এই সংগঠন হয়তো আগামীদিনে ইতিবাচক আন্দোলনের মদ্যদান স্বীকারিতা পড়বে। সর্বভারতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে এই সংগঠন আন্দোলন তেজি করেচে। তাছাড়া মানুষের বিভিন্ন ইস্যুগুলো নিয়ে তারা এবার সবাই হবে এই সংগঠনটি। আগরতলা রেলস্টেশনের বাংলা ভাষা যোগাযোগ ফোরামটি বন্ধাকাল ঘেরাও চর্চিত বিষয়। সমভারতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে আবশ্যিক করে রাখার বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও কোনও বাংলা ভাষাবাসীর মানুষের তাদের

বাংলা ভাষার অন্তিত্ব রক্ষায় মর্যাদানে  
 থাকলেও তাদের পরিণতি বাড়ানোর  
 জন্য রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই হোক  
 কিংবা অন্যান্য কারণেই হোক সেখানে  
 অর্থে কোন সংগঠন ইস্যু করে না  
 মর্যাদান থেকে ত্যাগে চাইছে না  
 বাঙালিদের বিষয়গুলো নিয়ে  
 এবার এই সংগঠন আন্দোলন  
 তেজি করবে। আগরতলা  
 রেলস্টেশন-সহ বিভিন্ন জায়গায়  
 বাংলা ভাষার গুরুত্ব বাড়াতে  
 বিভিন্ন উদ্যোগের কথা শোনা  
 গেলেও কার্যত তা যেন পায়ের  
 চাপা পড়ে যাচ্ছে। আগরতলা  
 রেলস্টেশনে বাংলা ভাষা যোগাযোগ  
 দাবি আমরা বাঙালি সংগঠনও  
 বিভিন্ন সময় উত্থাপন করেছে  
 এবার অন্তত এই সংগঠনটি  
 বাঙালির অন্তিত্ব রক্ষার বিষয় নিয়ে

ময়দানে থাকবে এটাই স্বাভাবিক  
বিশ্ব রাজনৈতিক কারণে যারা  
বাঙালিদের দাবিকে উপেক্ষিত  
করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে ভোট  
পরিস্থিতিই অবিক গুরুত্ব পায়  
কয়েকদিন আগে আগরতলায়  
একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে  
শাসকদল কিংবা সরকার যেন  
গোটা শক্তির কাছে নজানু হয়ে  
গেলো। আবার কোনও কোনও  
ক্ষেত্রে আগরতলা রেলস্টেশনের  
বাংলা ভাষার ঘোষণার দাবিও  
আমরা বাঙালি বাহিত অ্যানা  
রাজনৈতিক দল কোনওদিন  
করতে পারেনি। আবার বাঙালি  
আবেগ নিয়ে কেউ কেউ  
ময়দানে থাকলেও বাঙালিদের  
প্রকৃত দাবিগুলো যেন  
উপেক্ষিতই থাকছে।

সমন্বিত বিশ্ব  
জনপ্রিয়তম নেতা

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি।। বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ মোদিরই সমর্থন করেন বলে একটি সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে। সমীক্ষাটি চালিয়েছে আমেরিকাভিত্তিক গ্লোবাল লিডার অ্যান্ডপ্রভাল ট্রাকার প্রাইভেট কনসাল্ট রিসার্চ টিমের সার্ভে অনুযায়ী, বিশ্বের ১৩ জন নেতার মধ্যে মোদি ৭১ শতাংশের সমর্থনে একেবারে শীর্ষে রয়েছেন। তারপরেই ৬৬ শতাংশের সমর্থনে রয়েছেন মেক্সিকোর আন্দ্রেস মান্নুয়েল লোপেজ ওব্রাদোর। ৬০ শতাংশের সমর্থন পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তামিল নাড়ুর দ্রাবিড়। ৪৮ শতাংশের চতুর্থ স্থানে জাপানের ফুমিওিশিগা। সমীক্ষার প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছু অসঙ্গতি। ২১ শতাংশ মানুষ যা ১ জন ভোটার মধ্যে সব থেকে কম। ২০২০-র ২৪ মে ৮৪ শতাংশের পছন্দের তালিকা ছিল মোদি নরেন্দ্র মোদি। সেই সময় ভারত-সহ সারা পৃথিবীতেই করোনা সবে তার খেলা দেখাতে শুরু করেছে। প্রায় একদশ বছর পরে ২০১১-৪৭ ৭ মে মোদির রেটিং কমে ৬১ শতাংশ হয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময় অসংখ্য

# কংগ্রেসে অস্বস্তি বাড়ালেন সুমন

তিবাতীরা কলম প্রতিনিষি,  
আগরতলা, ২২ জানুয়ারি। সুমন  
লক্ষ্মী প্রদেশ কংগ্রেসের ডায়াক্ট  
প্রেসিডেন্ট। বীরজিং সিন্‌হা  
পিসিসি সভাপতি হওয়ার পর  
কংগ্রেস ভবনের বৈঠকে তার উপর  
‘আক্রমণ’ হয়েছে বলেও  
অভিযোগ। যদিও তিনি মার খেয়ে  
বিষাক্ত লোকপঞ্জার ডয়ে কারোর  
কাজ কিছু বলেননি। কংগ্রেস  
ভবনে ধুম্রমার কাণ্ডের ঘটনায়  
কংগ্রেস ভবনের কোনও  
কর্মসূচিতেই তাকে দেখা যায়নি।  
তিনি কোন পদে আছেন, তা  
হয়তো অনেকেই জানেন না।  
আবার কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাকে  
নিয়োগের চর্চা শুরু হয়েছে।  
বর্তমান প্রেক্ষিতে বীরজিং সিন্‌হা  
কংগ্রেসকে আগলে ধরে রাখলেও  
চল কংগ্রেস ছেড়ে বিভিন্ন দল  
চল গেছে তাদের নিয়োগের  
চর্চা চলছে। কখন কে কংগ্রেসে  
ফিরে আসে তা হয়তো আমরাই  
জানি যাবে। তবে বীরজিং সিন্‌হা  
জানিয়েছেন, কংগ্রেসের দরজা  
খোলা। সকলেই আসতে পারেন।  
বীরজিং সিন্‌হা আক্ষেপ করে  
বলেছিলেন, কংগ্রেস নেতা বানায়  
আর অন্য দল নিয়ে যাবে। বর্তমান  
শাসকদলের অনেকেই এমনকী  
মন্ত্রীও অনেককে কংগ্রেসের  
জুইয়া মাথ চিনতে পেরেছে। এই  
বিষয়গুলো তুলে ধরে বীরজিং  
সিন্‌হা তখন শাসকদলের দিকে  
আঙুল তুলে বরাবরই সরক  
সুমন লক্ষ্মীর দলের সুপ্রিন্টো সোনিয়া  
গান্ধীকে চিঠি লিখে আগ বাড়িয়ে  
অনেক কিছু লিখেছেন বলে  
কংগ্রেস কোনও মহলমহলে  
আবার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন  
প্রদেশ সভাপতি পীযুষ কান্তি  
সিংহ-র সহ অনেকের কংগ্রেস  
ত্যাগের কাণ্ড জানিয়ে সুমন  
লক্ষ্মীর চিঠি ফাঁস হয়ে গেছে।  
চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন,  
কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াবে। তাতে  
সম্ভাবনা রয়েছে এক্ষেত্রে

জ্যেষ্ঠ-তৃণমূল কিংবা অন্যান্য  
পাচ্ছ কিছুই করতে পারবে না।  
প্রাচ্যেত কিশোর দেবদর্শীর সাথে  
কংগ্রেসের আঁতাত, দীর্ঘয কাস্তি  
বিশ্বাস, তাপস দে, তেজেন দাস,  
পূজন বিশ্বাস-সহ অন্যান্যদের  
ফিরিয়ে আনা, নতুন মুখকে সামনে  
আনা, বিজেপির বিরুদ্ধে একাবদ্ধ  
হয়ে লড়াই করা ইত্যাদি  
বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন সুমন  
লস্কর। টিডিএফ'র কেউই এই  
মুহূর্তে কংগ্রেসে ফিরে আসার  
সম্ভাবনা নেই বলেই স্পষ্ট ভাষায়  
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে  
কিসের ভিত্তিতে সুমন লস্করের এই  
চিঠি? আবার বীরজিৎ বিনহার  
ভিডিওয়ে এই ধরনের চিঠি প্রদান  
করার বিষয়টি কংগ্রেসের  
অভ্যন্তরেই জোর চর্চা চলছে।  
কোনও কোনও মহল মনে  
করছে, বর্মান কংগ্রেসের হাল  
ধরার মতো বীরজিৎ বিনহার  
শক্তি নেই তা সুমন লস্কর  
বঝাতেই দলের সুপ্রিয়াকে চিঠি  
খিালেন। যদিও কংগ্রেসের  
অভ্যন্তরে এখনও যে গোষ্ঠী  
কোন্দল ও লবিংবিজি জোরদার  
আছে তা এই চিঠিও প্রমাণ করে।  
পিসিসি সভাপতিকে ভিডিওয়ে  
এআইসিসি-কে অগত করার  
কংগ্রেসে পুরোনো সংস্কৃতি  
এখনও জ্বিয়ে আচ্ছ।  
রাজনৈতিকমহল মনে করছে,  
এই ধরনের চিঠি দেওয়ার বিষয়টি  
কোনওভাবেই কংগ্রেসের শক্তি  
বাড়ানো নয়, উল্টো একাংশ  
নেতৃদ্বের মধ্যে বিভাজন, ফাটল  
ধরিয়ে কংগ্রেস বিরোধী শিবিরকে  
সুযোগ করে দেওয়া। এটা  
ঘটনাও বটে, বর্তমান সময়ে  
কংগ্রেসের মধ্যে বীরজিৎ  
বিনহারকে হালকা করার জন্য  
কৌশল নেওয়া হয়েছে। আর  
তাতে করেই বীরজিৎ বিরোধী  
চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারাই  
নতুন নতুন কৌশল নিয়ে  
ময়দানে অবতীর্ণ।

# আমবাসায় প্রকট অসামঞ্জস্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগস্টকলা, ২২ জানুয়ারি।  
কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে এই  
রাজার সর্বত্র দিনের আলোর মত  
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আনন্ডনা। ধর্মাই  
জেলসঙ্গর সর্ব আনন্দস্বরূপ এই  
আনন্ডনা একটু পলি মাত্রাউয়ে  
প্রকট। এখানে প্রশাসন একদিকে  
পথ চলতি সাধারণ মানুষের মুখে  
পাখালেই জোর পুষ্টক  
কোভিড টেস্ট করার বিস্তারিত  
ফলাফলে পজিটিভ পাওয়ার পর  
সেই পজিটিভ ব্যক্তি কোথায় নিয়ে  
কি করছে, নিভুভাবসা আছে কিনা  
সেই খবর আর রাখে না। এমনকি  
পজিটিভ ব্যক্তি নিয়মিত হাটবার  
ব্যবসা বাজি নামিয়ে গেলেও  
প্রশাসন বেবের। আরও অপরদিক  
করোনা কারফিউর নাম করে সন্ধ্যা  
সাতটা বাজা মগে যে পুলিশ  
মারমুখই হয়ে ফুটপাথ ব্যবসায়ী  
আটটোলক, টাটম চালক সহ  
সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে  
লাগিগেটা কর্তৃক ধরে কোয়ার, সেই  
পুলিশই আড়ালিসহ নাই।  
হয়ে তিশত শতাংশ মানুষের আয়েতক  
নিরাপত্ত প্রদান করে। এমনই এক  
চরম আনন্ডসঙ্গর ছবি রাণা পড়িছে  
আমাদের পঙ্খসেইটি রাজ পুণ্ডিহ  
সেটটারে। যেখানে ২৫০ অপেক্ষা

কম আসন সংখ্যা বিস্তৃষ্ট কনফারেন্সে  
হলে গণ বৃথবার তিন শতাব্দিক  
গতকালে নিয়ে সংগঠিত কর্মসূচি  
সম্পন্ন করেছে একটি সংগঠন।  
যদিও এই সংগঠন নামভঙ্গীর  
একান্ত অনুগত শাসনভঙ্গীর  
রেলওয়ে ও গুড সোডাম শ্রমিক সংস্থা  
গণ বৃথবার ছিল সংগঠনটির  
রাজস্বায়ী সম্পদ পঞ্জীকরণের  
সংগঠনটির নেতৃত্ব বৃন্দের দাবি  
ধর্মণগণ থেকে সন্তোষ অধি গোট  
রাজ্য থেকে তিন শতাব্দিক  
বৃথক-বৃথি অংশগ্রহণ করে।  
শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির  
জাতীয় প্রভারী মনোজ কুমার,  
সংগঠন মন্ত্রী অভিষেক কুমার  
আনন্দ, দিগন্ত প্রসাদ'র মতো  
হেভিওয়েট নেতৃবৃন্দরা। ছিলেন  
রাজ্য ও জেলাস্তরের নেতারাও  
অর্থাৎ অতিথি এবং সদস্য  
পঞ্জীকরণে আসা বৃথক-বৃথার  
মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো  
লোকের অংশগ্রহণে সভা হলে  
কনফারেন্সের ট্রেনিং সেন্টারের  
কনফারেন্স হলে যার ধারণ ক্ষমতা  
২৫০ থেকেও কম। যখন রাজ্য  
সরকারের গাইডলাইন মোতাবেক  
সকল কলসভায় উপস্থিতরা সংখ্যা  
নিয়েই হলের পঞ্জীকরণে আসা  
তৃতীয়াংশ হবে। কিন্তু রেলওয়ের এই

প্রমীক সংগঠনটি হলের ধারণ ক্ষমতার ১৫০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে সবার করল প্রশাসনের নাকের ডাগ। কিন্তু প্রশাসন নির্বাক। জানা গেছে, আমবাসার এক নবা কোকিল ছিল আর এক দুর্নীতিগ্রস্ত প্যাক্স ম্যানেজার হচ্ছে এই কর্মসূচির হতাঁজ। যদিও কোন্ সম্পর্কের জেরে এই রেলের প্রমীক সংগঠনের এতদূর দায়িত্বে তাকারে বোধগম্য হয়নি আর হওয়ার কথাও নয়। তবে প্রশাসনের এই অসামঞ্জস্য পূর্ণ আচরণ এখন আমবাসা জুড়ে আলোচনার বিষয় বস্তু পাশাপাশি এটা আলোচিত হচ্ছে যে, এই সভা যদি সরাকার বিরোধী কোনও সংগঠনের হতা তবো পুলিশ কয়টা সুর্যোমুটো মামলা নিয়ে কতজনকে যে টেনে-হিঁড়ি দে নাজেহাল করতো। কিন্তু ডাা যেহেতু সংঘর্ষ যুক্ত সূত্রান্ত সাত খুন মাফ।

‘একা মোদির পক্ষে দেশ  
বদলানো অসম্ভব’, দাবি  
হিমন্তু বিশ্ব শর্মার

শিলচর, ২২ জানুয়ারি। দেশকে চিনি একটা উচ্চতায় নিয়ে যেতে তিনি বলেন। কিন্তু তিনি একা কী করবেন? দিনের শেষে তো তিনি একা। একজন মোদির পক্ষে গোটা দেশকে বদলানো সম্ভব নয়। প্রয়োজন তাঁরই মতো আরও কয়েকজন আইকনকে। তাহলেই তাঁরা হয়ে উঠবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ। শিলচরে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে এমনটাই দাবি করলেন বাজার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ তম প্রতিষ্ঠাদিবস। সেই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিমন্ত ছিলেন প্রধান অতিথি। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, “একজন মোদির পক্ষে দেশকে পাতে ফেলা সম্ভব নয়। তাঁর মতো আরও অনেককে প্রয়োজন।” দেশকে সেবা বানাতো বোঝা কয়েকজন মোদি প্রয়োজন, একথা বালার পাশাপাশি তিনি সমালোচনা করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার। তাঁর মতে, স্বাধীনতার এক বছর পরও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরোদস্তুর প্রভাব পড়েছে পশ্চিম সংস্কৃতির। এর ফলে পড়ুয়ারাও স্বার্থপর হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ ঠিক কী বলেছেন তিনি? তাঁর কথায়, “আমারই বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন সভ্যতা। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশ পশ্চিম সংস্কৃতির থেকে গ্রহণ করল। এর ফলে হোট হোট ছেলেদেরো স্বার্থপর

হয়ে উঠছে। পড়াশোনা শেষ করে  
সুযোগসন্ধানী হয়ে পড়ছে তারা।  
দেশের প্রাচীন গুরুত্বক্ৰম ব্যবস্থার  
পক্ষে সংগঠন করে বিস্তারিত  
ওই ব্যবস্থাই সেই সঠিক উন্নতি হওয়ার  
পড়ুয়াপেরে। সেই শিক্ষাব্যবস্থাই  
বিদ্যুরে আনার দাবি জানান তিনি।  
এদিকে অসমের পড়ুয়াপেরে  
আগামীদিনে উদ্যোগপতি হয়ে ওঠার  
দাবি জানান হিমন্ত তাঁরা আক্ষেপে,  
“সাধারণ প্রয়োজন মুঠোতেও  
অসমকে অন্য রাজ্যের মুঠোপক্ষী  
থাকতে হয়। আমরা ব্যবহারের চেয়ে  
বেশি রপ্তানী না করতে পারলে  
কখনও গুজরাট ও রাজস্থানের  
মতো শক্তিশালী রাজ্য হতে পারব  
না। তাই পড়ুয়াদের পড়াশোনা  
শেষ করে চাকরি খোঁজার জন্য  
না দৌড়ে কী করে মালিক হবেন  
ওঠা যায় সেই কষ্টের কহতে হবে।”



‘এখনও মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে সিদ্ধান্ত  
হয়নি’, স্পষ্ট ভাষায় জানানেন প্রিয়ানকা

পাখনউ, ২২ জানুয়ারি।  
উত্তরপ্রদেশের মুম্বাইনাগা ভাটোটে  
তাকে কয়েকগের মুম্বাইস্থী পদপত্রী  
করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি  
বলে জানালেন প্রিয়াক্ষা গান্ধী  
বচস। শুক্রবার সাংবাদিক ঠেঠেকে  
এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্নে প্রিয়াক্ষার  
উত্তরের পর জল্পনা ছড়িয়েছিল।  
তবিরি বিধানসভা ভাটো কয়েকগের  
ভনিক মুম্বাইস্থিত্বের দাবিদার  
শনিবার সেই মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে  
প্রিয়াক্ষা বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশের  
মুম্বাইস্থীর মুখ আমি, এ কথা  
বোঝাতে চাইনি। লাগাতার প্রশ্নে  
মেজাজ হারিয়েছিলাম  
উত্তরপ্রদেশে কয়েকগের

মুখ্যমন্ত্রী-মুখ এখনও ঠিক হয়নি।” শুক্রবার লখনউতে কংগ্রেসের নেতারা কর্মসূচীস্থানের পরিকল্পনার লপরেখা নির্ধারণ করে ইস্তাহার প্রকাশ এবং সাবাদিক বৈঠক ছি। সেখানে প্রিয়াকান্ত প্রসন্ন কান্ত, মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য কংগ্রেসের মুখ্য হেড উত্তর বৈদ্য বসেন, “আপনি কি অন্য কোনও মুখ দেখতে পাচ্ছেন?” সর্বত্র তো আয়ারই মুখ দেখা যাচ্ছে।” কংগ্রেস নেত্রীরাও কথাতোই জল্পনা ছড়ায়। প্রশ্ন ওঠে তা হলে তিনজন কি উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী মুখ। অবশ্য শুক্রবার রাতেই প্রিয়াকান্ত তাঁর মুখ-মস্তব্বের ব্যাখ্যা দেন, তিনি



# ভালে শামূল্যে

ও বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্টের উন্নতিতে আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বোর্গী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব শ্রী জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও এন্ড অফিসিও জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ শুভাশিস দেববর্মণ, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল, জরিবিপি হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ প্রশাসনিক অধিকারিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাদের পাশাপাশি ব্লাড ব্যাঙ্ক অধিকারিক, ইলেকট্রিক সার্ব ডিভিশন, পূর্ত দফতরের কর্মীদের সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিমানে যত খুশি ব্যাগ  
হাতে আর ওঠা যাবে না

নয়াদিনি, ২২ জানুয়ারি। একটা। তার বেশি নয়। বিমানে ওড়ার সময় একদায় সচা ব্যাগের সংখ্যা হয়েছে দিলে কষ্টের সংস্কার। এর জন্য ব্যুরো অব সিভিল আভিয়েশ্যন সার্ভিস সিভিলিটি জিরিএএএএ একটা বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। দেশের সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, দেশের মধ্যে চলে কোণ্ডন বৈধ নয়। যাত্রীরা একাধিক বেশি ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠতে পারবেন না। যাত্রীদের এই বিষয়ে জানিয়ে দিতে বিমানের টিকিটের একটা হাত ব্যাগ নীতি' জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে সব বিমান সংস্থাকে। ওতাদি মহিলাদের সঙ্গে থাকে 'লেডিস ব্যাগ'-কে হাত ব্যাগ হিসেবে ধরা হয় না। এমন সেটিকেও একটি ব্যাগ হিসেবে গণ্য হতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যাত্রীরা গড়ে দু'তিনটি ব্যাগ হাতে করে বিমানে উঠছেন। কিন্তু এর ফলে বিমানের ওঠার আগে ক্রিয়াকর্মীরা বলা বাড়তি সময় লেগে যায়। তাই যাত্রী পিছু একটি ব্যাগ হাতে রাখা উচিত।

বাগ্য নিয়ে বিমানে সফর করার অনুমতি দেওয়া যাবে। বাকি ব্যাগ লাগেজ হিসেবে বিমানে তুলতে হবে। নিম্নে বলা হয়েছে, চেকিং বা স্কিনিয়ের জন্য বাওয়ার আগে যাত্রীদের কাছে অন্তিরিক্ত ব্যাগ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে বিমানসংস্থাকে। এর জন্য বাড়তি কর্মী নিয়োগ করে যাত্রীদের সতর্ক করতে হবে। এই নীতি কার্যকর কেন্দ্র এটাই জোর দিয়ে চাইছে যে, বিমান সংস্থাপুলিকে বলা হয়েছে যে বিমানের টিকিট থেকে বোর্ডিং পাশে এক যাত্রী-এক ব্যাগ-এর কথা ছাপতে হবে। এ ছাড়াও বিমানবন্দরে হোডিং, ব্যানার, বোর্ড, স্ট্যান্ডি লাগিয়ে এর প্রচার করতে হবে। চেক-ইন কাউন্টার থেকে যাত্রীদের অপেক্ষা করার যোগ্য সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন থাকা চাই। কেন্দ্র চাইছে, যতটা আগে সম্ভব যাত্রীদের নতুন নীতির কথা জানাতে হবে। খোয়াল রাখতে হবে, বিমানবন্দরে আসার পরেও যাত্রীরা হাতে থাকা ব্যাগের সাথে কমান্ডে পারেন।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২  
জানুয়ারি। ত্রিপুরা রাজ্যের  
ইতিহাসে একটি মাইল স্টোন স্থান  
করলে এজিএমসি আন্ত জরিপ  
হাসপাতালের চিকিৎসকরা। পর্ণ  
রাজ্য দিয়েসে প্রাক লগে গত ২০  
জানুয়ারি এজিএমসি আন্ত জরিপ  
হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক  
আন্ত ভাসকুলার সার্জারি আন্ত  
ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি  
(সিটিভিএস আন্ত আই আর)  
ডিপার্টমেন্ট-এর চিকিৎসকরা  
সাকল্যের সঙ্গে প্রথমবার গুপেন হাট  
সার্জারি করেছেন। উদয়পুরের  
বান্দিনা মাধবী রানী দাসের (৪৬)  
শ্বাসকষ্ট ছিল। তার বৃক ধক্ষের কসত  
ও বৃকে ব্যথা হাত গত মাসে হাটের  
এই সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি  
এজিএমসি আন্ত জরিপ  
হাসপাতালের বহির্বিভাগে দেখান।  
বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর  
চিকিৎসকরা তার হাটে বেশ বড়  
ধরনের এট্রিয়াল ডিফেক্ট সনাক্ত  
করেন। তাগপর এজিএমসি আন্ত  
জরিপ হাসপাতালের সিটিভিএস  
আন্ত আই আর ডিপার্টমেন্ট-এর  
কনসাল্টেন্ট প্যাট হেনচাঁক  
কার্ডিয়ালজেন্ট ডঃ কনক নারায়ণ



ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি টিম গতকাল এই সার্জারি করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী এই জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়। অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিং পাল। সঙ্গে ছিলেন

মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অভিষেক দেববর্মা। পারফিউ সানিস্ট (হাট-লাং যন্ত্র পরিচালক) সুজন সাহু, ফিজিসিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট সুদীপ্ত মন্ডল, স্ট্রাব নার্স জাহির হুসেন, অর্পিতা সরকার, সৌরভ

শীল, মৌসুমী দেবনাথ, ওটি  
 অ্যাসিস্ট্যান্ট রতন মন্ডল, জয়দীপ  
 চক্রবর্তী, অমৃত মুড়াসিং,  
 কোর্ডিনেটর অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী  
 সরকার, কিষাণ রায় ও অন্যান্য  
 স্বাস্থ্যকর্মীরাও। বর্তমানে রোগী

আইসিইউতে রয়েছে এবং উনার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে সিটিভিএস আন্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট চালু হবার পর জিবিপি হাসপাতালে এমন জটিল অস্ত্রোপচার এই প্রথম। আর এজন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়ে। উল্লেখ্য, আয়ুস্মান প্রকল্পের অন্তর্গত হওয়ায় এই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সিটিভিএস আন্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট দ্রুত চালু করার ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্রদ কুমার দেব প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল হাসপাতাল ডঃ মঞ্জুশ্রী রায়, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডঃ সঞ্জীব দেববর্মী, ডপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডঃ শংকর ত্রৈবর্তী এবং কার্ডিঅাক সার্জন ডঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য এই অস্ত্রোপচার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

ডঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য সিটিভিএস আন্ড আই আর ডিপার্টমেন্ট চালু করে ক্ষেত্রে আন্তরিক

ও বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রাজের খাম্বাশ্রী গী বিন্দু কুমার দেব এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি সিটিভিএস অ্যান্ড আই আর ডিপার্টমেন্টের উন্নতিতে আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব গী জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও এক্স অফিসিও জয়েন্ট সেক্রেটারি ডাঃ গুণাশিস দেববর্মণ, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল, জিবিপি হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট সহ প্রশাসনিক অধিকারিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তাদের পাশাপাশি ব্লাড ব্যাঙ্ক অধিকারিক, ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসে, পূর্ত দফতরের কর্মীদের সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়াও উগ্ৰিষ্ঠ ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সববাদ জানিয়েছেন।



# সাপ্তাহিক রাশিফল

## ২৩শে জানুয়ারি হতে ২৯শে জানুয়ারি

|      |     |               |       |
|------|-----|---------------|-------|
|      | রাত |               | বু ২৪ |
|      |     | শ ২২<br>র ২১  |       |
| চ ১২ |     | শু ২০<br>ম ১৯ | কে ১৭ |

৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৪৩৩, Email ID - sunildasbaran4995@gmail.com.

**মেঘ রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — সিজন্মাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধি চাপ্সা হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। দূর্য্‌টনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে যানবাহন চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করুন। মঙ্গল ও বুধবার — বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের আলাপ আলোচনায় অগ্রগতি হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — দিন দুটি শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয়, সঞ্চয়ের খাতে থাকবে শূন্য। লটারী, ফটকা, জুয়া, রোকারী, দালালিতে বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। শনিবার —ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সাথে থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। ভাগ্যের মান ৬৩ শতাংশ।

**বৃষ রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। তাদের জন্যে গদ্যবোধ হবে। তাদের উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ হবে। পিতামাতার কাছ থেকে ভরপুর সাহায্য ও অশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেন। মঙ্গল ও বুধবার — শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। মামলা মোকদ্দমায় শ্রম ও অর্থ দুটোই ব্যয় হবে কোন সফলতা আসবে না। আপনি পরিশ্রমী ও সিতব্যরী হলে আনন্দ কঠিন কাজেও সফলতা বোধ করবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — বিবাহ কার্যে কিছু না কিছু বাধার সৃষ্টি হতে পারে। প্রেমিক - প্রেমিকা সতর্কতার সহিত দিন দুটি অতিবাহিত করলে ভাল হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সফলকাম হবেন। শনিবার — শুভ আশংকা অশুভ ফলের মাত্রা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। না বুকে কোন চুক্তি সম্পাদন ঘাতক বলে পরিগণিত হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

**মিথুন রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীদের মনোযোগ নষ্ট হতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার — প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে শুভ। শিক্ষার্থীদের মনোবল বাড়বে। তাদের উচ্চ শিক্ষায় মনোমগ্ন হতে উৎসাহসিটি পাবে। আপনি আপনার শ্রম ও মেধার পূর্ণ ফল পাবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার --- বাধা বিপত্তি ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে সাবধান থাকতে হবে। চোর, চিটিংবাজ ও অজ্ঞাত পাটি থেকে সাধনধানতা বাঞ্ছনীয় হবে। না বুকে কোন চুক্তি সম্পাদন ঘাতক বলে পরিগণিত হবে। শনিবার --- আপনার চারদিক থেকেই সফলতা বোধ হবে। ভ্রমণ ও বৃধবার --- বাধা বিপত্তি ও নিকট ভ্রমণ দুটোই শুভ ফল দেবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। **কর্কট রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — ভাই-বোন আত্মীয় পরিজনের সাথে কলহ বিবাদের মীমাংসা হয়ে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণ হতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার — গৃহে কলহ বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ঘটতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার --- ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। শনিবার — শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্বে বাধা আসতে পারে।

ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। **সিংহ রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — ধন উ পাঞ্জনের সকল পথই খোলা থাকবে। ব্যবসায় আলোর মুখ দর্শন হবে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। মঙ্গল ও বুধবার — গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ভাই-বোনদের কাছ থেকে ভরপুর সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারেন। কর্মে সুনাম-যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রেম-রোমাঞ্চ বিনোদন ভ্রমণ শুভ ফল পাবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — পারিবারিক কলহ বাড়তে পারে। শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে চাইবে। ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। শনিবার --- ব্যবসায় নিতানতুন সুযোগ আসতে পারে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

**কন্যা রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — মনোবল, অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি আপনার শ্রমের মর্যাদা পাবেন। গৃহে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার — পাওনা টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা বিল পাশ হতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে সফলতা অনুভব হবে। প্রেম রোমাঞ্চ বিনোদন ভ্রমণে শুভ ফল পাবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — সপরিবারে কাছে পিঠে ভ্রমণ হতে পারে। ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে দিন দুটি শুভ ফল দেবে। শনিবার — গৃহ শান্তি পেতে গেলে জীবনসাথীর মকদ্দমাতক গুরুত্ব দিন। পরিবারে বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

**তুলা রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — খরচ, দুষ্টচিন্তা, সুখ-দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাভাব বিবাজ করতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার --- আপনার মনোবল অনেকগুণ বাড়তে পারে। আপনি আপনার উদ্যম ও কর্মের প্রশংসা পাবেন। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোন কাজে সফলতা পাবেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার --- ধন উ পাঞ্জনের সকল পথই খুলে যাবে। যে কাজেই হাত দেবেন কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। তবে শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে চাইবে। শনিবার --- ভাই -বোনদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। তাদের দ্বারা বিশেষ কোন উপকার সাধিত হবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ। **বৃশ্চিক রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — আপনার উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত থাকবে। সকল কাজেই সফলতা বোধ হবে। পাওনা টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা কাজে অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। মঙ্গল ও বুধবার — শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের মাত্রা ভারি থাকবে। বাধা বিপত্তি ও দুর্দশা আসতে পারে। লটারী, ফটকা, জুয়া, দালালি ও কন্টাকটরীতে বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — আপনার মনোবল ও অর্থবল চাপ্সা হয়ে উঠবে এবং সুনাম, যশ ও প্রতিপত্তি অনেকগুণ বাড়বে। শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে চাইলেও সফলকাম হবেন না। শনিবার — বাণিজ্যিক সফলতা

বাড়বে। ব্যবসায় মজুত মালের পরিমাণ বাড়বে এবং প্রচার প্রসার ও বাড়বে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ। **ধনু রাশি**ঃ রবি ও সোমবার — বেকার যুবক-যুবতিগণ কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মস্থানে শান্তি বিরাজ করবে। কর্মে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। মঙ্গল ও বুধবার — পাওনা টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা কাজে সফলতা পাবেন। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। গৃহ শান্তি বজায় থাকবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার — আপনার ইমেজ নষ্ট করতে পারেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

### বটতলায়

### ব্যবসায়ী সংঘ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। হাওড়া মার্কেট ব্যবসায়ী সংঘের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে সংঘের তরফে জানানো হয়েছে। ২১জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি রতন কুমার দত্ত, সম্পাদক প্রাশেণ দেবরায়, কোষাধ্যক্ষ বিষ্ণু পাল।

### প্রয়াত হরেন্দ্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির প্রাক্তন সভাপতি হরেন্দ্র কুমার দত্ত প্রয়াত হয়েছেন। গত ২০ জানুয়ারি সকাল চটায় ধর্মনগরস্থিত মেয়ের আবাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছে ৮২ বছর। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক দুলাল দেব। এদিকে টিইউসিদির তরফে তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলা হয়েছে, রাজ্যের মেহনতি মানুষের আন্দোলনের সাথে হরেন্দ্র কুমার দত্ত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি। বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো তার মৃত্যুতে। সংগঠন মনে করে শ্রমিক শ্রেণি হারালো তাদের এক প্রিয় নেতাকে। টিইউসিদি রাজ্য কমিটি শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

### সদর কংগ্রেসের নতুন কমিটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। সদর জেলা কংগ্রেসের নতুন কমিটি গঠন করা হলো। জেলা সভাপতি সুরত সিং জানিয়েছেন, এবারের এই কমিটিতে সহ-সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সুরত কর, হারানন সাহা, প্রদীপ কুমার সিন্‌হা, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, প্রদীপ সিংহ, ভবানন্দ ভৌমিক, পীযুষ আচার্য, দিলীপ তিওয়ারি, সুকান্ত ভৌমিক, প্রণব চৌধুরী, সঞ্জীব দেববর্ম। সাধারণ সম্পাদক স্বপ্নন দেব, সিদ্ধার্থ দাস, রাশ্মিক সিংহ, অমলেশ দেব, দুলাল দে, সঞ্জীব কুমার রায়, সুদীপ্ত নন্দী, চন্দন মালেকার। সম্পাদক হিসেবেও একাধিক নাম রয়েছে। ৬০ জনের কমিটির ঘোষণা দেওয়া হলেও ক্রমিক নং ৮-এ কারোর নাম নেই। এই সময়ের মধ্যে সদর জেলা কংগ্রেসকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সুরত সিং’রা আশাবাদী এই শহরে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা হবে। বিভিন্ন সময় সদর জেলা কংগ্রেসের অনেক নেতাই কংগ্রেস ছেড়ে অন্যান্য দলে शामिल হয়েছেন। তাদের কংগ্রেস ত্যাগের পর নতুনভাবে সদর জেলা কংগ্রেসকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তবে এই নতুন কমিটি খুব শীঘ্রই সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করে জনগণের দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করবে। ইম্যুভিকি আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে সদর জেলা কংগ্রেস করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।



## গোয়ায় তৃণমূল দফতরে হামলা, কমিশনে নালিশ

**পানাজি, ২২ জানুয়ারি।**। ত্রিপুরার পর এবার আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য গোয়ায় ভোটের আগে আক্রান্ত তৃণমূল। শুক্রবার রাতে রাজধানী পানাজির তৃণমূল দফতরে দুর্কৃতিরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দফতরের নিরাপত্তারক্ষীদের মারধরের পাশাপাশি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া পোস্টার হেঁড়া হয় বলে দলের তরফে জানা হয়েছে। হামলায় কয়েক জন পুলিশকর্মী জড়িত ছিলেন বলেও তৃণমূল দাবি করেছে। তাঁদের মারে কয়েক জন নিরাপত্তারক্ষী জখম হন বলেও অভিযোগ। ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই

## সিসি ক্যামেরা সত্ত্বেও রাবার চুরি



আচ্ছন্ন ছিলেন বলে সমিতির ম্যানেজার দেবাশিস নাথ জানান।

সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা ৭ লক্ষ টাকার রাবার শিট

## নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবকের উপর অমানুষিক অত্যাচার

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি** ।। নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি যুবকের উপর অমানুষিক অত্যাচারের অভিযোগ এনে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন ঠাকুরমা। অসুস্থ নাতিকে নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসার নামে রড দিয়ে পিটিয়ে পা খেঁতলে করে দেওয়া হয়। মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরানো হয়। এই ধরনের নির্মম অত্যাচারের অভিযোগ এনে পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেশেলশর ১১নং রোড এলাকার বাসিন্দা। তিনি জানান, তার নাতি নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। এই কারণে চিকিৎসার জন্য তাকে ডুকলি এলাকায় নেশামুক্তি কেন্দ্র জীবন জ্যোতি ফাউন্ডেশনে ভর্তি করানো হয়। এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক দিব্যেন্দু দাস। প্রত্যেক মাসে ছেলের চিকিৎসার জন্য ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতেন তিনি। এছাড়া চিকিৎসার জন্য যখন যা বলা হয়েছেতা দেওয়া হয়েছে। গত বছর ৩০ জুলাই তার নাতিকে জীবন জ্যোতি ফাউন্ডেশনে ভর্তি করিয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ

করেছেন, চিকিৎসার সময় তার নাতির উপর রড দিয়ে ব্যাপকভাবে পেটানো হয়েছে। দিব্যেন্দু এবং বিধান দেববর্মার মিলে একটি রড এবং প্রাস্টিক পাইপ নিয়ে নাতির মাথা এবং ডান পায়ে ব্যাপকভাবে আঘাত করে। যে কারণে এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নাতি হাঁটতে পারে না। মাথা ফেটে রক্ত বের হচ্ছিল। যে কারণে তিনি নাতিকে নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। এখন নাতির কথাবার্তা স্বাভাবিক নয়। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ডুকলি এবং বড়জলা এলাকায় দুটি বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অনেককেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। অথচ এই দুটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে কয়েকদিন পর পরই রোগীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ চলছে। সরকারি তরফ থেকেও এই কেন্দ্রগুলিতে ঠিকভাবে খোঁজ খবর নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসকও থাকেন না। এমন অভিযোগ বহু রয়েছে।

## শহরতলিতে তরুণীর রহস্য মৃত্যু

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি** ।। এক তরুণীর বুলন্ত মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনা শহরতলির পেশ্চা (নোয়াবাদী) শহরকারী মৃত্যুর নাম রীনা বেগম (২৬)। এই ইমতুর ভদন্তের দাবি উঠেছে। শনিবার সকালে রীনাকে তার ঘরেই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে বুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এলাকাবাসীরা জানান, দুই বছর আগে রীনার মা বাড়ি থেকে

বের হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি এখনও নিখোঁজ। এই রহস্য যখন উদ্ঘাটন হয়নি, এর মধ্যেই শনিবার সকালে মিললো রীনার দেহটি। স্থানীয়রা রীনাকে বুলন্ত অবস্থায় ধরে পুলিশে খবর দেয়। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, রীনা মানসিক অসুস্থ ছিলেন। তবে তার মৃত্যুর কারণ তারা বুঝতে পারছেন না। পুলিশ বলছে এটা আত্মহত্যা হতে

## জিএসটি নিয়ে ঠিকেন্দারদের বিস্তর নালিশ, জরুরি বৈঠক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি** ।। ঠিকেন্দারদের সংগঠনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জিএসটি বিষয়ক বর্তমান চরম জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে। সিজিএসটি অফিস থেকে ঠিকেন্দারদের বিভিন্নভাবে চরম বৈঠক অনুষ্ঠিত করে জনগণের দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করবে। ইম্যুভিকি আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়ে সদর জেলা কংগ্রেস করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে।

কারণেই ঠিকেন্দাররা ‘মহাসংকটে’ পড়েছে। এদিনের বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে জিএসটি পেমেন্ট করার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার বিষয়টি। কারণ সিজিএসটি বিষয়ক তিথিটি শাখা থেকে ঠিকেন্দারদের ডেকে পাঠিয়ে কিংবা নোটিশ দিয়ে বহল হয়েরানি করা হচ্ছে। আবার ‘তদন্তের’বিষয়টিও কোনও কোনও মহল থেকে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে তার মতুর কারণ তারা বুঝতে পারছেন না। পুলিশ বলছে এটা আত্মহত্যা হতে

নিয়ে গেছে বলে তার দাবি। ঘটনার পরদিন সমিতির সভাপতি সমরজিৎ নাথ সম্পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশও অভিযোগ হাতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে সিসি ক্যামেরায় চোরদের ছবি দেখা গেলেও কেন পুলিশ তাদেরকে এখনও ধরতে পারলো না? নাইট কারফিউ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এ ধরনের দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। এই ঘটনা রাবার শিট-সহ চোরদের জালে তুলতে না পারায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

### মুখ খুললেন গোপাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। জিবি-সহ ত্রিপুরার সমস্ত হাসপাতালগুলোর রক্ত সংকট নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। তিনি নিজেই বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রক্ত সংকটে ডুগছে হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো। যে কোনও গ্রুপের রক্তের জন্য কোনও সংকটাপন্ন রোগী ব্লাড ব্যাঙ্কে গেলেনি ডুগছে দেওয়া হয় এই সময়ের মধ্যে তাদের কাছে রক্ত মজুত নেই। তিনি এও বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোয় পরিকাঠামো অনেক দুর্বল। দীর্ঘ বছর ধরে ত্রিপুরায় তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে অবগত আছেন। কিন্তু এই বর্তমান সরকারের সময়



বাদ দিলে বিগত দিনে এমন রক্ত সংকট দেখা যেননি। ক্যাম্পার হাসপাতালের মতো রোগীদের রক্ত সংকট। রোগীর পরিজনদের হাহাকার। রক্তের জন্য মৃত্যুর ঘটনা এই সময়ে ঘটেছে। বর্তমান সরকার যুব সমাজকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দাবি রাখেন, সকলের স্বার্থে বিষয়টির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা লাটে উঠেছে বলে অভিযোগ তার। তার পাশাপাশি তিনি এও বলেনছেন, বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির করা এবং সরকারের প্রচেষ্টার কথাও বলেছেন তিনি। রোগীদের পরিষেবা নিয়ে হেঁদোদল নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। তার পাশাপাশি তিনি এও বলছেন, যারা করোনায় মৃত্যু হলো তাদের ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণার পরও তাদের প্রদান করা হচ্ছে না। সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এও বলেছেন, জিবি, টিএমসি-সহ বিভিন্ন জায়গায় আর টিপিআর বিনামূল্যে করার দাবি জানান তিনি।

### ক্রমিক সংখ্যা — ৪১৪

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>2</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>8</b> |
| <b>3</b> | <b>4</b> | <b>৪</b> | <b>7</b> | <b>2</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>৪</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>1</b> | <b>7</b> | <b>4</b> | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>৪</b> | <b>3</b> |
| <b>৪</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>9</b> | <b>1</b> |
| <b>9</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>৪</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>7</b> |
| <b>1</b> | <b>9</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>৪</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>৪</b> | <b>2</b> | <b>9</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>৪</b> | <b>2</b> | <b>9</b> |

ঋঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ধাঁধাটির মধ্যে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩X৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

### সংখ্যা ৪১৩ এর উত্তর

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>3</b> | <b>৪</b> | <b>৭</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>1</b> |
| <b>5</b> | <b>1</b> | <b>7</b> | <b>৪</b> | <b>2</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>6</b> |
| <b>2</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>5</b> | <b>৭</b> | <b>৪</b> | <b>৭</b> |
| <b>6</b> | <b>7</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>৭</b> | <b>৪</b> | <b>২</b> | <b>3</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>5</b> | <b>৪</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>৭</b> |
| <b>9</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>৪</b> |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>7</b> | <b>3</b> | <b>৪</b> | <b>৭</b> | <b>2</b> |
| <b>7</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>৪</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>3</b> |
| <b>৪</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>4</b> |



# জানা ওজানা দ্য লাস্ট আর্টিফিশিয়াল লাইট সোর্স

মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স-এর সুপার ভিলেন থানোসের কথা মনে আছে? সে অন্যান্য ভিলেনের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। মহাবিশ্ব শাসন করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তার। বরং সে মহাবিশ্বকে বাঁচাতে চেয়েছিল অদ্ভুত উপায়ে। সে মহাবিশ্বের জীবন্ত বস্তুর সংখ্যা নামিয়ে আনতে চেয়েছিল ঠিক অর্ধেক। যেন মহাবিশ্ব ভারসাম্যপূর্ণ হয়। যেন অভাব এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পায় মহাবিশ্ব। এখন কল্পনা করুন, প্যারালাল ইউনিভার্স থেকে আগমন ঘটল অন্য এক থানোসের, যে কিনা মোটেও আসল থানোসের মতো নয়। মহাবিশ্ব বা পৃথিবীর ভারসাম্য নিয়ে তার বিদ্যুৎমাত্র মাথাব্যথা নেই, তার একমাত্র উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে সব মানুষ সরিয়ে দেয়া। আর সেটা সে করতে পারে ইনফিনিটি স্টোন ব্যবহার করে এক তুড়িতেই। ইনফিনিটি স্টোন এক ধরনের ম্যাজিক্যাল পাথর, আশ্চর্য এক ক্ষমতা এই আছে পাথরের। এর সবগুলো টুকরোকে কেউ একত্রিত করতে পারলে সে যা খুশি করার ক্ষমতা অর্জন করে। তব্বের খাতিরে ধরে নিন, এই অনাদর্শিক থানোস সফল হলো। সে পৃথিবী থেকে গায়েব করে দিলো সব মানুষ। হঠাৎ করে সব মানুষ ‘নাই’ হয়ে গেলে কি অবস্থা হবে পৃথিবীর? রাস্তায় চপতে থাকা গাড়িগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একে অন্যের সাথে ধাক্কা খাবে। আকাশ থেকে প্লেনগুলো টপাটপ করে পড়ে যাবে মাটিতে। কলকারখানাগুলো থেমে যাবে। ভাংকরা এক নিস্তব্ধতা নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে। কৃত্রিম আলোর উৎসগুলোর কী হবে? মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর কৃত্রিম আলোগুলো কি জ্বলবে অনন্তকাল? নাকি সন্ধে সন্ধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে সব কিছু? তখনই যদি বন্ধ না হয়, তাহলে মানুষের অনুপস্থিতিতে কত দিন পর্যন্ত জ্বলবে সেগুলো? সব শেষে বন্ধ হবে কোন্‌ উৎসের? ১. বেশিরভাগ কৃত্রিম আলোর উৎস খুব দ্রুতই বন্ধ হবে মূল পাওয়ার গ্রিড থেকে আসা বিদ্যুতের অভাবে। বিশ্বজুড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। আর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ক্রমাগত জ্বালানি সরবরাহ করতে হয়। মানুষের অভাবে সেগুলো দ্রুতই বন্ধ হয়ে যাবে। কয়লা এবং তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ হবে সবার আগে। অন্যগুলো ক্রমাগ্নয়ে বন্ধ হবে। মূল পাওয়ার গ্রিডের সাথে সংযুক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন ডিজেল জেনারেটর। অনেক দুর্গম জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া হয় এগুলো ব্যবহার করে। একবার জ্বালানি লোড করলে কয়েক মাস পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে এগুলো। তাই মানুষ বিলোপ হলেই বেশ কিছুটা সময় এদের থাকবে পৃথিবীর বুকে। আরও আছে জিও-থার্মাল প্রাপ্তি। এগুলো পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা তাপের উৎসকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করে বিদ্যুৎ। তাপশক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়া ছাড়া এগুলোর কার্যপ্রণালী অন্যান্য সাধারণ বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতই। প্রতি ছয় মাস অন্তর এদের গিয়ার বক্স, মোটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংস্কার করতে হয়। তবে মানুষের অনুপস্থিতিতে এগুলো কোন ধরনের সংস্কার ছাড়া কয়েক বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যেতে পারে। ২. আর আছে বায়োপদ্যো

● এরপর দুইয়ের পাভায়

## ফাইল না আনার ‘অপরাধে’ দুই অফিসারকে মার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর!

**ভুবনেশ্বর, ২২ জানুয়ারি।**। নির্দিষ্ট কয়েকটি ফাইল না আনার ‘অপরাধে’ দুই সরকারি আধিকারিককে নিজের দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে চেয়ার দিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরেশ্বর টুডু’র বিরুদ্ধে। গুত্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার বারিপদায়। বীরেশ্বর জলশক্তি এবং উপজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সাংসদ। গত বছরের জুলাইয়ে তাঁকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বারিপদায় দলীয় কার্যালয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকের আয়োজন করেন মন্ত্রী। ডিস্টিঙ্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটরিং ইউনিট-এর যুগ্ম অধিকর্তা অশ্বিনী কুমার মল্লিক এবং সহ-অধিকর্তা দেবাশিস মহাপাত্রকে ওই কার্যালয়ে ডেকে পাঠান তিনি। অভিযোগ, পর্যালোচনা বৈঠকের সময় প্রয়োজনীয় ফাইল না পেয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন বীরেশ্বর। দুই আধিকারিকের কাছে জানতে চান ফাইল কেন আনা হয়নি। এর পরই কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে দুই আধিকারিককে মারধর করেন এমনকি চেয়ার দিয়েও আঘাত করা হয়। এই ঘটনায় সহ-অধিকর্তার হাত ভেঙে যায় এবং যুগ্ম অধিকর্তার বিভিন্ন জায়গায়

আঘাত লাগে। দু’জনকেই বারিপদার পিআরএম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দুই আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বারিপদা টাউন থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৫, ২৯৪ এবং ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সর্বভারতীয় এর সংবাদমাধ্যমকে আধিকারিক দেবাশিস বলেন, “মন্ত্রী বলেন আমরা প্রোটোকল ভেঙেছি। আমরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হয়েছে তাই আনা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি তাতে রেগে যান এবং আমাদের মারধর করতে শুরু করেন।” যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মন্ত্রী। পাল্টা তিনি বলেন, “ওঁরা দু’জনে আমার কাছে এসেছিলেন। আমরা আধখণ্ডা আলোচনা করি। কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো ৭ কোটি টাকা কী ভাবে খরচ করা হয়েছে তার ফাইল আনতে বলেছিলাম ওঁদের। কিন্তু ওঁরা এখন আমার বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে। যদি আমি ওঁদের মারতাম, তা হলে আমার কার্যালয় থেকে বাড়ি ফেরা সম্ভব হত না।”

## মেয়ের ধর্ষককে আদালতের সামনেই গুলি করে হত্যা

**লখনউ, ২২ জানুয়ারি।**। মেয়ের ধর্ষককে আদালতের গেটের সামনে গুলি করে হত্যা করলেন প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান। গুত্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে। মৃতের নাম দিলশাদ হুসেন (২৫)। তিনি বিহাের মুজফফরপুরের বাসিদা। মাস দুয়েক আগে জামিন পেয়েছিলেন দিলশাদ। অপহরণ এবং ধর্ষণের মামলায় ফের গুত্রবার গোরক্ষপুর আদালতে এসেছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, আদালতের গেটের সামনে আইনজীবীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন দিলশাদ। তখন দুপুর সওয়া একটা। দিলশাদের আইনজীবী আসার আগেই সেখানে পৌঁছন প্রাক্তন বিএসএফ জওয়ান ভগবত নিশাদ এবং তাঁর ছেলে নন্দলাল। অভিযোগ, এর পইই নিজের লাইসেন্স করা বন্দুক থেকে দিলশাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করেন ভগবত। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন দিলশাদ। এই ঘটনায়

● এরপর দুইয়ের পাভায়

## বাংলাকে ১০০০ কোটি ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক

**কলকাতা, ২২ জানুয়ারি।**। পশ্চিমবঙ্গের সুসংহত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা) অর্থ সাহায্যের সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। সম্প্রতি রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাধারী মতে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে এটি বড় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। প্রথম তৃণমূল সরকারের সময় থেকেই মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একের পর এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে রাজ্য। সরকারের দাবি- বিধবা ভাতা, বার্ষিকা ভাতা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাধী বা হালে লক্ষ্মীর ভাতার মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথে সহায়ক প্রকল্প। এতে যেমন মহিলাদের আয় সুনিশ্চিত করা সম্ভব, তেমনই তা নারী শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতি, বাল্যবিবাহ রোধ বা সামগ্রিক অর্থনীতি সলজ করার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নীলবাড়ির লড়াইয়ে গঠিত তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠনের পরেই সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর পথে হাঁটার বার্তা

● এরপর দুইয়ের পাভায়



জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে নেতাজির মূর্তিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ। কলকাতায় শনিবার।

## মধ্যরাতে মা হওয়ার খবর দিলেন প্রিয়াঙ্কা, সারোগেসির মাধ্যমে এল তাঁদের সন্তান

**মুম্বই, ২২ জানুয়ারি।**। বিচ্ছেদের জল্পনায় পাকাপাকি লাড়ি টানলেন প্রিয়াঙ্কা। নিদ্দ্রকের মুখ বন্ধ করে খুশির খবর শোনালেন নিক জোনাস, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। মধ্যরাতে নিজের ইনস্টাগ্রামে মা হওয়ার খুশির খবর ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী। জানিয়েছেন, সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান এল নিয়াঙ্কার কোলে। সবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন তারকা দম্পতি। একই সঙ্গে অনুরোধ, আপাতত তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বাড়তি কৌতূহল দেখানো যেন বন্ধ করেন সবাই। সুস্থ, সুন্দর সন্তান আসুক তাঁদের দাম্পত্যে। এটাই আপাতত নিয়ঙ্কার ইচ্ছে। প্রিয়াঙ্কার নামের পাশ থেকে জোনাস পদবি সরতেই জল্পনায় মেতে উঠেছিল আন্তর্জাতিক



বিনোদন মহল। ছড়িয়েছিল নিক-প্রিয়াঙ্কার বিচ্ছেদের গুঞ্জনও। তার মধ্যেই আভায়ে-ইঙ্গিতে মাতৃত্বের রথ্যা একাধিকার জানিয়েছেন অভিনেত্রী। অনুরাগী মহল থেকে সমালোচকেরা বুঝে উঠতে পারেননি, এভাবে খুশির খবর দিতে চলেছেন জোনাস দম্পতি। গত বছর বিয়ের তিন বছর উদযাপন করেছেন তারকা দম্পতি। প্রণয় থেকে পরিণয়, প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল সমালোচনার ঝড়। নিকের চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড় প্রিয়াঙ্কা। ফলে, এই বিয়ে আদৌ টিকবে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল সব মহলেই। নিয়াঙ্কা কিন্তু কোনও বিরূপ মন্তব্য কানে তোলেননি। বদলে রাজস্থানের উমেদ ভবন রাজবাড়িতে ধুমধাম করে হিন্দু মতে বিয়ে সারেন। পরে আবার খ্রিস্টান মতে বিয়ে করেন গির্জায় গিয়ে। তাঁদের নিয়ে যত কটাক্ষের পরিমাণ বেড়েছে ততই যেন তাঁরা শক্ত করে ধরে থেকেছেন একে অন্যের হাত। পথ চলেছেন নিজেদের মজিতে। তারই ফসল সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সদ্যোজািত। নিয়াঙ্কা যেন আবারও প্রমাণ করে দিলেন, বয়স নিছকই সংখ্যামাত্র। চাইলে যে কোনও বয়সেই বেঁধে থাকা যায়।

## লাইফ স্টাইল

## কোন্টা খাওয়া বেশি উপকারী জানেন?

রুটি এবং ভাত দুটোই আমাদের প্রায় রোজকার খাবার। বিশেষত বাঙালিদের ভাতের প্রতি ভালোই আলাদা। আরও একটু বেশি ভাত নিয়ে মাছের ঝোল দিয়ে মেখে খাওয়া, আহা, সে এক স্বর্গীয় স্বাদ। কিন্তু সমস্যা একটাই। ওজন বৃদ্ধি হোক বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ, সবার আগেই ভাত খাওয়া কমাতে বলা হয়। পরিবর্তে রুটি খেতে হয়। কিন্তু ভাতের তুলনায় কি

রুটি খাওয়া ভালো? পুষ্টিবিদরা বলছেন, এর উত্তর হ্যাঁ। ভাতের কার্বেইড্রেট হজম হতে খুব বেশি সময় নেয় না। ফলে খাওয়ার অল্প সময় বাসেই পেট খালি হয়ে যায়। আরও বিদে পায়। আর এই এক ঝটকায় এতটা রক্তাতির খরচও হয় না। ফলে স্থূলত্বের সম্ভাবনা বাড়ে। রুটি খাওয়া সেই তুলনায় ভালো। তবে রয়েছে কিছু শর্তাবলী।

প্রথমত, সাদা ময়দার রুটি নৈব নৈব চ। রুটি খেতে হবে আটার। সেটা যত লালচে হবে, তত ভালো। অর্থাৎ ভূবি থাকা চাই। রুটির এই ফাইবার-ই আপনার পেটকে অনেকক্ষণ ভর্তি থাকবে। কিন্তু তুলনায় ক্যালোরি কম। দ্বিতীয়ত, ভাত খাচ্ছেন না বলে যথেষ্ট রুটি খেয়ে নিলেন, এমনটা করলেও কিছু চলবে না। সীমিত পরিমাণেই খেতে

## রেশনের দোকানেই এলপিজি সিলিভার

**নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি।**। খুব শীঘ্রই রেশনের দোকানে পাওয়া যাবে ভতুকিমুক্ত পাঁচ কিলোগ্রামের এলপিজি সিলিভার। দেশের রেশন

দোকানগুলির গুরুত্ব বাড়াতে চাল, গমের পাশাপাশি ডাল ও জোড়া তেল পাওয়া যাবে। দু’বছর আগে রেশন দোকান থেকে এলপিজি গ্যাস দেওয়ার পরিয়েবা চালু করার জন্য

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও বস্তু মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিলেন রেশন ডিলারেরা।

নীতিগতভাবে কেন্দ্র সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে বলে আজ জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন-এর জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বন্তর বসু। তিনি বলেন, “রেশন দোকান থেকে সরকার ভতুকিমুক্ত এলপিজি সিলিভার বিক্রি করার বিষয়ে রাজি হয়েছে। প্রথমে সরকার ভতুকি শূন্য সিলিভার বিক্রি করা কথা বললেও, রেশন দোকানে গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে সংগঠন ভতুকিমুক্ত সিলিভার বিক্রি করার উপরে জোর দেয়। যা মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। তবে ওই সিলিভারের দাম কত হবে তা চূড়ান্ত করেনি কেন্দ্র।”

আগামী দিনে রেশন দোকানে চাল ও গমের সঙ্গেই মুগ, মসুর ও তুর ডাল ও সরষের তেল পাওয়া যাবে। বর্তমানে প্রতি কুইন্টাল চাল বা গম তুলনৈ ৭০ টাকা পান এক জন রেশন ডিলার। যা দিয়েই দোকানের খরচ, কর্মচারীদের বেতন মিত্রিয়ে থাকেন রেশন দোকানের মালিকেরা। মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে প্রতি কুইন্টাল পিছু আয় ২৫০ টাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিল রেশন মালিকেরা। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও বস্তু মন্ত্রকের সচিব সুধাংশু পাণ্ডের সন্তান বৈঠককে পরে বিশ্বন্তর বসু জানান, “আগামী অর্ধবর্ষ থেকে ডিলারদের আয় বাড়াতে সরকার রাজি হয়েছে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ভিত্তিতেই ঠিক হবে আগামী দিনে কুইন্টাল পিছু কত টাকা পাবেন ডিলারেরা।”

## করোনা-মুক্তির পর বুস্টারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৩ মাস

**নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি।**। দুটি টিকা নেওয়ার পরে যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা সতর্কতামূলক বুস্টার টিকা নিতে চাইলে নেগেটিভ রিপোর্ট আসার ৩ মাস পরে তা পাবেন। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব তথা ন্যাশনাল হেল্ফ মিশনের প্রধান বিকাশ শীলের পাঠানো ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে, সাধারণ টিকাকরণের ক্ষেত্রেও আগের নিয়ম বহাল থাকছে। অর্থাৎ, করোনা আক্রান্তরা সুস্থ হওয়ার ৩ মাস পর টিকা নিতে পারবেন। প্রথম টিকা নেওয়ার পরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হলেও দ্বিতীয় টিকার জন্য সুস্থ হয়ে ওঠার পরে ৩ মাস অপেক্ষা করতে হবে। করোনার টিকাকরণের জন্য ‘ন্যাশনাল এক্সপার্ট গ্রুপ অন ভ্যাকসিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর কোভিড-১৯’ (এনভ্যাক)-এর সুপারিশের ভিত্তিতেই বুস্টার টিকার ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি থেকে দেশে ১৫-থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। তাঁদের ক্ষেত্রেও করোনা-মুক্তির তিন মাস পরে টিকা দেওয়ার নীতি বহাল থাকবে।

## মুম্বইয়ের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত অন্তত সাত

**মুম্বই, ২২ জানুয়ারি।**। মুম্বইয়ের বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ১৫ জন, তবে তাঁদের মধ্যে দু’জন আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে রয়েছে দমকলের ৩১টি ইঞ্জিন। শনিবার সকালে মুম্বইয়ের তারদেও এলাকার গান্ধী হাসপাতালের বিপরীতে ২০তলা বিশিষ্ট ‘কমলা’ বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। সকাল ৭টা নাগাদ ১৮তলায় আগুন লাগে। মুম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেডনেকের সংবাদমাধ্যমকে জানান, ছ’জন প্রবীণ ব্যক্তির অগ্নিজনন সাপোর্টের প্রয়োজন ছিল, তাই তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি এও জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে তবে এখনও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া। সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রশাসনিক আধিকারিক সুত্র খবর, আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নায়ার হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের, কস্তুরবা হাসপাতালে এক জনের এবং ভাটিয়া হাসপাতালে একজনের। এই ঘটনার একটি ভিডিও টুইট করে গের্জে উঠলেন বিজেপি নেত্রী প্রীতি গান্ধী। তিনি লিখলেন, “আবারও অজহাত দেখানো হবে, ভুলভাল কারণ দেখানো হবে এবং জীবন চলতে থাকবে। শহরটাকে বাঁচাতে চাইলে কঠোরতম রাজনৈতিক ইচ্ছে শক্তির দরকার। একজন মুম্বইকর হিসেবে এই দায়িত্বজানহীনতা যন্ত্রণা দেয়।”

### যাদবগড় থেকে লড়বেন অখিলেশ

**লখনউ, ২২ জানুয়ারি।**। আর জল্পনা নয়, আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। এই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অখিলেশ। একেবারে, “যাদব গড়” মেনপনুরী জেলার কারহাল আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। দলীয় সুত্রে কয়েকদিন আগেই এই তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। এদিন, অখিলেশ যাদবের কাকা, রাজ্যসভার সাংসদ রামগোপাল যাদব এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর দাবি, তাঁর ভাগ্যে রেকর্ড ভাটোরে জয়ী হবেন। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ ছাড়া, কারহাল আসনে প্রভাবের রাজ্য বিধানসভা পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ২০০২ সালে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। তবে, ২০০৭ সালে ফের কারহাল সপা-র হাতে ফিরে আসে। বর্তমানে এখানকার জয়ী প্রার্থী সৌবর্ণণ যাদব। কারহাল যাদব পরিবারের গ্রামের বাড়ি সাইফাই থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে। শুধু তাই নয়, এই বিধানসভা কেন্দ্র অবস্থিত মইনপুরী লোকসভা আসনের মধ্যে, যেখান থেকে সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব পাঁচবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিজেপিকে ক্ষমতাসূচ্যত করার জন্য এবার বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল নিয়ে জোট গড়ে লড়ছে সপা। তাদের নেতা অখিলেশ যাদব এই প্রথমবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন বলে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই জল্পনা চলছিল। গত নভেম্বরে অখিলেশ নিজে বলেছিলেন, তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান না। তাঁর দলের অন্যান্য নেতারা অবশ্য প্রথম

● এরপর দুইয়ের পাভায়

## বিজেপি ছাড়ার কারণ জানালেন উৎপল পারিকর

**পানাজি, ২২ জানুয়ারি।**। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপি ত্যাগ করলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর পারিকরের ছেলে উৎপল পারিকর। তবে এখনই তিনি কোনও রাজনৈতিক দলে নাম লেখাচ্ছেন না। তবে নির্বাচনে তিনি একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেও জানিয়েছেন। বাবার কেন্দ্র পানাজি বিধানসভা আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবেই ভোট যুদ্ধে শামিল হবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। গুত্রবারই তিনি বিজেপি ত্যাগ করেন বলেও জানিয়েছেন। উৎপল পারিকর বলেছেন, গত ৩০ বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে ছিলেন তিনি। নির্বাচনের সময়ও গেরুয়া শিবিরে থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সেইজন্য দলকে সমস্ত কিছু বোঝানোর চেষ্টা তিনি করছেন বলেও জানিয়েছেন। গত ৩০ বছর বিজেপির যেসব নেতা কর্মীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তাদেরও বিদায় জানিয়ে শুভকামনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, তিনি পানাজির সাধারণ মানুষের সঙ্গে সর্বদা উপভোগ করেন। সেই জন্যই তিনি এই কেন্দ্র থেকেই তাঁর বাবার

মতই বিজেপির হয়ে লড়াই করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। উৎপল আরও বলেন তাঁর সামনে লড়াই বড়ই কঠিন। তাঁর বাবা পানাজি কেন্দ্র থেকে পাঁচবার বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি তাঁর বাবার সেই কঠিন লড়াইয়ের দিনগুলি ভুলে গেছে বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, গত উপনির্বাচনে বিজেপি কিছু অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে তাঁকে পানাজি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেনি। কিন্তু সেইসময় তিনি দলের কথা শুনে চূপ করেছিলেন। কিন্তু এবার আর তা সম্ভব নয় বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, তাঁর বাবার পাঁচবারের জয়ী কেন্দ্র থেকে যাকে গেরুয়া শিবির প্রার্থী করেছে তাঁকেও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ সেই যাত্রী সুবিধাবাহী দল থেকে এসেছে। বাবার মূল্যবোধ বাঁচিয়ে রাখতেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন উৎপল পারিকর। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ

● এরপর দুইয়ের পাভায়

### লাইফ স্টাইল

## ভাত না রুটি?



হবে। তৃতীয়ত, মিশ্র দানার রুটি, অর্থাৎ মাল্টিগ্রেন আটার রুটি খেলে বেশ ভালোই উপকার পাবেন। তবে তেমনটা না পেলে সাধারণ আটার রুটিই খান। তবে ওজন বা সুগার নিয়ন্ত্রণে ভাত যে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে এমন কোনও মানে নেই। তবে সেক্ষেত্রে পরিমাণ একেবারে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।







9436940366

**BAPPIRAJ FURNITURE**

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

**Happy 9th Anniversary**

Mr. RATAN PURKAYASTHA  
Mrs. DEBI DAS PURKAYASTHA

**করোনা উপসর্গ ও পজিটিভ রোগীদের হোম আইসোলেশনে চিকিৎসা পরিষেবা**

বড়িতে কভিড টেস্ট (OS)  
বড়িতে ডাক্তার  
অনলাইন ডাক্তার কনসালটেশন  
বড়িতে গিয়ে ব্লাড স্যাম্পল কালেকশন  
শিশুদের জন্য অনলাইন কনসালটেশন  
নার্স ও ডাক্তার দ্বারা অনলাইন মনিটরিং (T & Apply)

Call On Our Emergency Helpline Or Visit Us  
6033195491 / 7005218750

**Divine Touch Medi clinic**

**আরোগ্য**  
The complete home health solution

**YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY**

**ABOUT US**  
We believe in Complete solutions of your problem, without any side effect, in a reasonable cost which is easily affordable for all citizens

**for more info**  
www.arogyahomeo.com

**Contact us for more info**  
9612721087 / 6909988137  
arogyahomeo@gmail.com

Behind East Police Station, Old Motorstand

**OUR CARE SERVICES**

- Quick Appointment
- 24 Hours Care
- Medicine Service
- Care Health

Walk in Interview for the position of Healthcare Associate (Female) for a reputed Healthcare Organization on 24th January (Monday) from 10 am - 4 pm

**Job Vacancy Details ~**

- 1) Age Limit- 23-30 years
- 2) Job Location- Agartala
- 3) Vacancy 20 Posts
- 4) Qualification- Graduates or Post Graduates may apply
- 5) Candidate should be domicile of Agartala, AMC Area
- 6) Venue- Hotel Woodland Park, Mathchurnhari, Agartala

NB- Candidate should bring a copy of their Resume(CV). Candidate should wear Ethnic/ Formal attire for the interview

**We Are Hiring..**

**Health Care Associate (Female)**

**ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার**  
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626162

**যেকোনো ব্যাথা থেকে যেমন -**

**Relife**

বাতের ব্যাথা, কোমর ব্যাথা, হাড় ব্যাথা। ব্যবহার করুন।

**Orthorel Capsules**  
MRP : 275/-

**মেশিন বিক্রয়**

অফসেট মেশিন 23x36 (হিচ.এম.টি) কমপ্লিট ইউনিট (অক্টোবর ২০১৮ ইং) ইহতে মেশিন বন্ধ আছে) বিক্রি হবে।  
— যোগাযোগ : —  
**Mob - 9862650720 9774388879**

**JOB VACANCY**

একটি Leading Insurance Company তে বিভিন্ন পদে, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মচারী, গৃহবধু, যুবক যুবতী নিয়োগ করা হচ্ছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগ্যতা H.S. +2  
— যোগাযোগ : —  
**Mob - 7005284688 9862396358**

**পদবী পরিবর্তন**

আমি শ্রীমতি রত্না ভূঁইয়া গত ১৫/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক রত্না ভৌমিক নামে পরিচিত হইলাম।  
ইতি  
শ্রীমতি রত্না ভৌমিক

**পদবী পরিবর্তন**

আমি শ্রীমতি গীতা ভূঁইয়া গত ১৫/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক গীতা ভৌমিক নামে পরিচিত হইলাম।  
ইতি  
শ্রীমতি গীতা ভৌমিক

**পদবী পরিবর্তন**

আমি শ্রী রতন ভূঁইয়া গত ১৫/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক রতন ভৌমিক নামে পরিচিত হইলাম।  
ইতি  
শ্রী রতন ভৌমিক

**পদবী পরিবর্তন**

আমি শ্রীমতি রুদ্ৰাক্ষী ভূঁইয়া গত ১৯/০১/২০২২ ইং তারিখে আগরতলা নোটারী আদালতে এফিডেভিট মূলে, ইসলাম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক রুদ্ৰাক্ষী ভৌমিক নামে পরিচিত হইলাম।  
ইতি  
শ্রীমতি রুদ্ৰাক্ষী ভৌমিক

**সোনার বাজার দর**

১০ গ্রাম : ৪৮,৪০০  
ভরি : ৫৬,৪৬৬

**পাত্রী চাই**

পাত্র 45 (05-10-1976)। ক্লারিকেল জব (প্রাইভেট)। বিশ্বস্ত, সাবাস্ত। M.A পাশ। কুন্ডরাশি, দেবারিগণ। 5 ফুট 10 ইঞ্চি। আগরতলায় বাড়ি। মাতা— পেনশনার। দুই ভাই। বিবাহ সম্পর্কীয় যে কোনও ধরনের বার্তালাপই সরাসরি পাত্রের সঙ্গে। নো কাস্ট বার।  
**Mob : 9436485123**  
(বেলা ১টার পর।)

**Admission open**

Admission open-2022 October season (NIOS) Open Schooling (MHRD)  
**Call- 8862709107 8794415227**

**বাড়ি নির্মাণ**

আপনি কি একটি সুন্দর বাড়ি বানাবেন ভাবছেন? তাহলে আর দেরি না করে যোগাযোগ করেন J.D. Construction -এর সাথে। এখানে সুদক্ষ Civil Engineer এবং অভিজ্ঞ মিস্ত্রির পরিচালনায় আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণ করার দায়িত্ব আমাদের।  
যোগাযোগ : J.D. Construction (Office Address) Dhaleswar, Jail Road, Agt., Ph: 9366039981

**গাড়ি বিক্রয়**

উত্তম চালু অবস্থায় একটি মার্কিট ৮০০ কার সাদা কালার ২০০৮-এর গাড়ি বিক্রয় হইবে।  
— যোগাযোগ : —  
**Mob - 9366815262**

**Polytechnic Entrance**

অভিজ্ঞ Engineer দ্বারা 100% Success guarantee সহকারে Tripura Diploma Engineering Entrance Exam এর জন্য বিষয়ভিত্তিক কোর্সিং দেওয়া হবে। Online কোর্সিং নেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।  
**Melarmath, Agt. Ask - 9089101390 9862231641**

**কর্মখালি**

পাইকারী ওষুধ এর দোকান এর জন্য 2 জন Smart ছেলে কর্মী প্রয়োজন। Qualification- 12th Pass বেতন সামান্যে আলাপ হবে।  
Agartala, West Tripura  
**Mob - 8787626182**

**তৈরি বাড়ি বিক্রয়**

রামনগর ও নং রোডের শেষ প্রান্তে তরুণ সংঘের নিকট ৩০ ফুট রাস্তার পাশে তিনতলা ভিতের উপর দোতলা বাড়ি (২ ১/২ গজ) বিক্রি হবে। প্রকৃত ক্রেতা চাই। দালাল নাই।  
— যোগাযোগ : —  
**Mob - 8787361906**

**SPOKEN ENGLISH**

ছোটদের (2021-2022), বড়দের (New Group) Spoken English এ ভর্তি চলছে, সঙ্গে Maths, English, School Subject- (VII to XII)  
**SRI KRISHNA VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON T.K. SIL 9856128934**

**shortcut সাজেশন ও নোটস '২২**

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক (Term-2) ও BA (প্রতি সেমিস্টারে - ১টি ইউনিটে পাসে ২টি করে ও অনার্সে ৩টি করে বড় প্রশ্ন এবং উত্তর সহ ২০০/২৫০টি MCQ) পরীক্ষার জন্য ৬০% - ৯০% কমন গ্যারান্টিযুক্ত T&C Apply সাজেশন ও নোটস কোর্সিংয়ে ভর্তি না হয়েও Direct দেওয়া হচ্ছে। Bank, LD Asst., Panchayat, ICDS, CDPO, TCS, TET-1, 2 Exams Coaching or Direct Notes available here **NOBEL COLLEGE (Coaching Centre), Near- ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পত্রিকা, Women's College Road, Agartala. Mob : 8837086709, 9862160969 (WA).**

**প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করুন কোলকাতার**

**NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY**

এর ডাক্তারের কাছে  
21-25 January 2022  
Shivdata Homeo Centre, 36, Office Lane  
+91 - 9206190329  
**DR. SAMIT GHOSH**  
B.H.M.S, D.N.Y.T.G.P & F.W.T  
CONSULTANT PHYSICIAN  
NATIONAL INSTITUTE OF HOMEOPATHY PERIPHERAL OPD

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

**ত্রিপুরা সরকার**  
Department of Education (School)

**SUPER - 30**

A State sponsored 2 years JEE/NEET Coaching for meritorious students of Tripura

**Congratulations to the new SUPER 30 Students 2021-22**

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!

**UP TO 40% OFF**

**Nilkamal®**

**FURNITURE IDEAS**

**Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office**

**New Radha Store:** Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,  
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM  
Email: newradhankl@gmail.com

**FLAT 10% OFF**  
+ 2 PILLOWS FREE  
ON PURCHASE OF A MATTRESS